RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১১, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩ জুন – ১৬ জুন, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 10, Cooch Behar, Friday, 3 June - 16 June, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

উত্তরবঙ্গ জুড়ে গম নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে দশ হাজার ট্রাক

প্রতীকী চিত্র

চ্যাংরাবান্ধা: অবশেষে শর্তসাপেক্ষে বিদেশে গম রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিকমন্ত্রক। তবে সেই অনুমতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এখনও উত্তরবঙ্গের রপ্তানিকারকদের কাছে পৌঁছায়নি। যার ফলে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গম পাঠানো যাচ্ছেনা বলে সূত্র মারফত জানা গেছে।

ব্যবসায়ী সংগঠন সূত্রের খবর, সম্প্রতি বিদেশে গম রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিকমন্ত্রকের তরফে বলা হয় যে গম রপ্তানির জন্য গত মাসের ১২ তারিখের যাদের লেটার অফ ক্রেডিট হয়ে গিয়েছিল তাদের গম পাঠানোর অনুমতি মিলবে। তবে এর জন্য পুণরায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিকমন্ত্রকের ডিজিএফটি অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড থেকে অনুমতি নিতে হবে। সেই অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের তরফে অনুমতির জন্য আবেদনও করা হয়। এর প্রায় সপ্তাহ দুয়েক পর অনুমতি দেওয়ার কাজ শুরু হলেও সেই অনুমতি পত্র ডাক মারফত পাঠানোর কাজ শুরু হয়। উল্লেখ্য, এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত মেল মারফতই কাজকর্ম করা হয়। তাই ডাকে অনুমতির পাওয়ার বিষয় খুশি নন অধিকাংশ ব্যবসায়ী। তাঁদের কথায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্তে চার লক্ষ্য মেট্রিকটনেরও বেশি পরিমাণ গম আটকে রয়েছে বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য। তাই তাঁরা চাইছেন সীমান্তে আটকে থাকা ট্রাক গুলিকে দ্রুত বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ ইতিমধ্যেই ট্রাক মালিকদের ডিটেনশন চার্জ দেওয়ার কারণে তাঁদের অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। এরপর আরও কিছুদিন ট্রাকে গম বোঝাই করে রাখা হলে গম নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, বাংলাদেশ যাওয়ার অপেক্ষায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তেই প্রায় আড়াই হাজার ট্রাক আটকে পড়েছে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি, মালদার মেহেদিপুর ও দক্ষিণদিনাজপুর হিলি স্থল বন্দর এলাকাতেও প্রচুর ট্রাক আটকে রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থলবন্দর এলাকায় প্রায় নয় হাজারেরও বেশি ট্রাক আটকে পড়েছে।

দিনহাটায় দলের মহামিছিল করে শক্তি প্রদর্শন উদয়ন গুহের

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: জেলা নেতাদের ছাড়াই দিনহাটাতে তৃনমূলের মহামিছিল করে শক্তি প্রদর্শন বিধায়ক উদয়ন গুহের। সোমবার বিকেলে দিনহাটা শহরের হেমন্ত বসু কর্ণার থেকে পাঁচ মাথা মোড় পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে মহা-মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সেই মিছিলের নেতৃত্ব দেন দিনহাটা বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যে তৃণমূলের সহ-সভাপতি বিধায়ক উদয়ন গুহ। তবে এদিন তৃণমূলের এই মহামিছিলে দেখা মেলেনি জেলা তৃণমূলের কোন নেতাদের। জেলা নেতাদের ছাড়াই দিনহাটাতে তৃণমূলের মহা-মিছিল করে এক প্রকার শক্তি প্রদর্শন করলেন বিধায়ক উদয়ন গুহ, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, শীতলকুচিতে বেশ কিছুদিন আগে তৃণমূলের মহামিছিল সংঘটিত হয় সেখানে ডাক পায়নি উদয়ন গুহ, কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার ঘনিষ্ট জেলা তৃণমূল সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়। আর সেদিন থেকেই এক ধরনের জেলা তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে দূরত্ব তৈরী হয় বিধায়ক উদয়ন গুহের। এছাড়াও জেলাজুড়ে বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতাদের শিকরের সন্ধানে কর্মসূচীতেও দেখা মেলেনি তার। তিনি আগাগোড়াই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলতেন আমি কোনো গোষ্ঠী বাজিতে নেই আমি তৃণমূল করি এটাই পরিচয়। তবে আজকে জেলা নেতাদের উপস্থিতি ছাড়াই দিনহাটা শহরের তৃণমূলের মহা-মিছিল কি কোচবিহার জেলাতে তৃণমূলের তৃতীয় গোষ্ঠীর সূচনা হল! প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে বসতে চলছেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি: রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্যপদে বসতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধান সভায় এর জন্য এক বিশেষ বিল আনা হচ্ছে। এর আগে উপাচার্যের দায়িত্ব সামলাতেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে বার বার সংঘাতে জড়িয়েছে রাজ্য সরকার। বিগত কিছু সময়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বহুবার ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় সে শিক্ষা ক্ষেত্রেই হোক বা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে। ২৬ মে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে বসবেন। এত দিন এই পদে থাকতেন রাজ্যপাল। বিধানসভায় এই বিষয় প্রস্তাব করা হবে এবং তারপর বিল পাশ করানো হবে ।

এই প্রস্তাব আনার পরই ২৭ মে এসইউসিআই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হয়। এদিন শিলিগুড়ির কোর্টমোড়ে এসইউসিআই জেলা কার্যালয়ের সামনে এসইউসিআই কর্মীরা আচার্যের নতুন বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এসইউসিআই-এর দাবি রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্যপদে না বসিয়ে কোনো শিক্ষাবিদের কাঁধে তুলে দেওয়া হোক আচার্যের দায়িত্ব।

২৯ মে রাজ্যপাল উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি চিন্তাজনক ও উদবিগ্নের। আমি খুবই চিন্তিত। ২৫ জন উপাচার্য নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আচার্যের কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। আর নিকৃষ্ট প্রতিভাকে পৃষ্ঠপোষকতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তুলে আনা হচ্ছে। আর কে আচার্য হবে বা রাজ্যপালের ক্ষমতা হ্রাস করা হবে তা নিয়ে আমি তখনই বলতে পারবো যখন আমার সামনে সেই বিষয়ে কোন নথি আসবে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরেও একই বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল। এগুলো সম্পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থায় দূর্নীতির বিষয় থেকে বিভ্রান্ত করার একটা কৌশল মাত্র।"

টাউন স্টেশনকে নতুন নামকরনের আবেদন বিধায়ক শংকর ঘোষের

শিলিগুড়ি: স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ স্টেশন ও বিপ্লবী বাঘাযতীনের নামে নামকরণ করার আবেদন জানিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব'কে চিঠি দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। স্বাধীনতা দিবসের ৭৫ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে বছর ভর নানা কর্মসুচি পালন করে চলেছে কেন্দ্র সরকার। এবার এই ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিপ্লবী বাঘাযতীনের নামে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের নামকরণ করার আবেদন জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। মুলত শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ঐতিহ্যের একটি রেল স্টেশন বলে দাবী করে শিলিগুড়িবাসী।

বিপ্লবী বাঘাযতীনের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পদ ধূলি পড়েছে এই টাউন স্টেশনে। একটা সময় এই টাউন স্টেশনটি ছিল জমজমাট একটি স্টেশন। কিন্তু বর্তমানে টাউন স্টেশনের ভগ্নদশা। তাই এই টাউন স্টেশনের হাল ফেরানোর পাশাপাশি স্টেশনটিকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার দাবীও উঠেছে বহুবার।

বিধায়ক শংকর ঘোষ সাধারন মানুষের সেই আবেগকে রেল মন্ত্রকের কাছে তুলে ধরলেন। তিনি জানান, বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারনে স্টেশনটি স্মরণীয়।বিপ্লবী বাঘাযতীনের বৈপ্লবিক কাজ কর্মের সুত্রপাত এই স্টেশন থেকে হয়েছিল। স্টেশনটি বিপ্লবী বাঘাযতীনের নামে নামকরণ করার আবেদন জানানোর পাশাপাশি স্টেশনটিকে হেরিটেজ স্টেশন ঘোষনা করার আবেদন জানিয়ে রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম। আমি আশাবাদী রেলমন্ত্রক বিবেচনা করে শিলিগুড়ির মানুষের বহুদিনের আবেগকে যথাযথ সম্মান দেবেন। স্টেশনের ভগ্নদশা দুর করে হেরিটেজ স্টেশন রূপে গড়ে তুলবে।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন

তুফানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে গরিব কল্যাণ সম্মেলন

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: কেন্দ্রীয় সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে, রাজ্যজুড়ে একাধিক স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ সম্মেলন আয়োজন করা হয় তুফানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে।

বেহালা রেলওয়ে স্টেশন থেকে, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ওশ্বিনি সহ রাজ্যের বিধায়ক সাংসদরা । সকাল ১১ টা নাগাদ দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে হিমাচলের রাজভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি।

তুফানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন উপস্থিতি ছিলেন তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক মালতি রাভা রায় ও প্রাক্তন সংখ্যালঘু মোর্চার বিজেপির রাজ্য সভাপতি আলী হোসেন মহাশয় সহ রেলওয়ে দপ্তরের আধিকারীরা। জানা যায় মোদি সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অসংখ্য সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

ইন্দো-ভুটান সীমানায় টোটোপাড়ার জমি সমীক্ষার কাজ শুরু

টোটোপাড়া: জমিজট খুলতে অবশেষে ড্রোনের সাহায্যে ২৪ মে থেকে টোটোপাড়ায় জমি সমীক্ষার কাজ শুরু হল। ইন্দো-ভুটান আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর টোটোপাড়া এলাকা নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রের খবর, টোটোপাড়া এলাকাটিকে ৫টি শিট বা অংশে ভাগ করে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে।

প্রথম শিটটি রয়েছে ভুটান সীমান্ত ঘেঁষে এবং পঞ্চম শিটটি রয়েছে টোটোপাড়ায় প্রবেশের মুখে। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক তথা আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলাশাসক নৃপেন্দ্র সিং জানান, এটি সীমানা চিহ্নিতকরণ বা ডিমার্কেশন নয়। এটি কেবলমাত্র সমীক্ষার প্রথম ধাপ। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ১০জন সরকারি কর্মী লাগাতার কাজ করবেন। বর্ষার আগেই সমীক্ষার কাজ শেষ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সমীক্ষা সম্পূর্ণ হতে কমবেশি তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভুটান সীমান্তের টোটোপাড়ার টোটো জনজাতির মানুষদের দীর্ঘ দিনের দাবি, তাদের পূর্বপুরুষদের ১৯৯৩ একর জমি ছিল। টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটো জানান, একসময় ধনপতি টোটোর নামে ১৯৯৩ একর জমি নথিভুক্ত ছিল ১৯৫৮ সালে ধনপতি টোটো এজন্য ১১৭ টাকা কর দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ৩৪১ একর জমি রেখে বাকি জমি খাসজমিতে পরিণত করে রাজ্য সরকার। ১৯৫৮ সালে জনজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে তিনশো। এখন তা ২০০০-এর কাছাকাছি। ফলে জমির প্রয়োজন বাড়ছে। অশোক বাবু বলেন, এই সমস্যা দীর্ঘদিনের আশা করছি এতে টোটো জাতির উপকার হবে।

ভুটান গেট নিয়ে বৈঠক, পুজোর আগেই খুলতে পারে ভুটান গেট

বানারহাট: সবকিছু ঠিক থাকলে পুজোর আগেই খুলে যাবে ভুটান গেট। এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। ভুটান গেট খোলার ব্যাপারে ২৬মে ভুটান দূতাবাসে সে দেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল ভেটসপ নামগেলের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী জন বারলা। উল্লেখ্য, ভুটান গেট খোলা নিয়ে একদিকে যেমন আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা। তেমনি অপরদিকে ব্যবসায়ীদের একাংশ গেট খোলা সন্দেহও প্রকাশ করেছেন।

আড়াইবছর আগে করোনা সংক্রমণ বাড়তেই ভুটান গেট বন্ধ করে দেয়। তখন থেকেই বন্ধ রয়েছে ভুটান গেট। বিশেষ অনুমতি নিয়ে দুই দেশের কিছু পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করছে। ভুটান গেট পেরিয়ে সেদেশ থেকে এদেশে আসছে বালি-পাথরের গাড়ি। এছাড়া অনুমতি নিয়ে ভারত থেকে সবজি ভর্তি গাড়ি ভুটানে প্রবেশ করলেও দুই দেশের সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধই থেকে গেছে। ফলে দেশের মানুষ যেমন কাজের সূত্রে ওদিকে যেতে পারছেননা তেমনি ওপার থেকেও মানুষ ভারতে আসতে পারছেনা। এমনকি পর্যটকদের জন্যও বন্ধ রয়েছে গেটটি। এর সিধা প্রভাব পড়েছে সীমান্তের এপারে থাকা চামুর্চির ব্যবসার ওপর।

করোনা সংক্রমণ কমলেও ভুটান গেট কেন এখনও বন্ধ রয়েছে, প্রশ্ন তুলেছেন চামুর্চির ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি ভুটান গেট খুলতে দুই দেশেই ভূমিকা নিক। দ্রুত গেট খুলে গেলে চামুর্চির মানুষ অন্তত তাঁদের হারানো কাজ ফিরে পাবেন। মন্ত্রীর বৈঠকে এই আশাটাই এখন গভীর অন্ধকারে প্রদীপের আলো নিয়ে এসেছে। তবে মন্ত্রীর আশ্বাসে ভাসতে রাজি নন চামুর্চির ব্যবসায়ীরা। তাঁদের পরিষ্কার কথা, অনেক হয়েছে, এবার ভুটান গেট খুলুক।

নেতা বাছাইয়ে পুলিশি তলবে তৃণমূলে অসন্তোষ

কোচবিহার: দল বা আইপ্যাক করোর রিপোর্টে ভরসা না রেখে নেতা বাছতে পুলিশ তলব কেন, এই প্রশ্নেই এখন তোলপাড় তৃণমূলের অন্দরমহল। যদিও তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরিন্দ্রনাথ বর্মণ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

দলের কয়েকজন স্বীকার করেছেন যে পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য কাটমানি দেওয়া হয়। তৃণমূল নেত্রীর কাছে এই খবর অনেকদিন আগেই পৌঁছেছে। দলীয় সূত্রের খবর, আইপ্যাকে যারা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে মাটির যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। এমনকি স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ কোন ধারণা নেই। কিন্তু নেতার কথায় অথবা স্থানীয় কিছু লোকের কথায় তাঁরা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। যার সঙ্গে মাটির অনেকটা ফারাক থেকে যাচ্ছে। যার ফলে গত লোকসভা ও বিধান সভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল ভোট পেয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, যে কারণে পদাধিকারী বাছতে তৃণমূল এখন দলের নেতা আইপ্যাকের প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্টের থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের রিপোর্টকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ তৃণমূলের রাজ্য নেতারা বুঝতে পেরেছেন যে স্থানীয় নেতা বা ব্লক সভাপতিদের সম্পর্কে এলাকার পুলিশ আধিকারিক বা বিডিওরা খুব ভালোভাবেই জানেন। অর্থাৎ তারা কেমন লোক। তাঁদের বিরুদ্ধে কি মামলা রয়েছে, এলাকাবাসীরা তাঁদের কি চোখে দেখেন প্রভৃতি। এইসব বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক ও বিডিওদের থেকে অন্য কারোও পক্ষে বেশি জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া রাজ্যের কাছে তাঁরা যখন গোপন রিপোর্ট পাঠাবেন তখন তারা খুব একটা ভুল রিপোর্ট পাঠাবেননা। যা দলীয় নেতা বা আইপ্যাকের পাঠানো রিপোর্টে পাওয়া সম্ভব নয়। দলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, এ ব্যাপারে আমি অবগত নই। তবে পুলিশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকম রিপোর্ট নেয়। আর এটা হলেও খারাপ কিছু দেখছিনা।

হাতি সাফারিদের হয়রানি পর্যটকদের

মাদারিহাট: ডুয়ার্স তথা জলদাপাড়া ঘুরতে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন পর্যটকরা। অভিযোগ অনলাইনে হাতি সাফারির টিকিট বুকিংয়ের সময়ে বন উন্নয়ন নিগমের ওয়েবসাইট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হলেও টিকিট পাচ্ছে না। আবার টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছেনা। ফলে বাধ্য হয়েই অনলাইনে টিকিট কাটতে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে পর্যটকদের। সেখানেও হয়রানি হতে হচ্ছে তাঁদের। অনলাইনে সাফারির আসন ফাঁকা দেখালেও পর্যটকরা অফলাইনে এসে জানতে পারছেন সাফারির জন্য কোন আসন খালি নেই। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়।

এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে পর্যটকদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া টাকা তাহলে যাচ্ছে কোথায়? অনলাইনে টাকা দেওয়ার পরও কেন অফলাইনে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে? নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কোনও কাজে টাকা জমা করার পর কাজ না হলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উপভোক্তার টাকা ফেরত দেওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে মাসের পর মাস কেটে গেলেও টিকিটের টাকা ফেরত পাননি পর্যটকরা। গত ডিসেম্বর থেকে এই পরিস্থিতি চলছে বলে অভিযোগ পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনাধিকারিক দীপক এমের বক্তব্য, বিষয়টি বন উন্নয়ন নিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগে চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সমস্যা মেটেনি। তবে এব্যাপারে রাজ্য বন উন্নয়ন নিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ধান চাষের কর্মশালা

শালকুমারহাট: আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় ৩০ বিঘা জমিতে উত্তর সোনা ও উত্তর লক্ষ্মী প্রজাতির বোরো ধানের চাষ সফল হয়েছে। এবার ব্লকের শালকুমার-১ ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের তপশিলী জাতি ও উপজাতির কৃষকদের উন্নত প্রজাতির ধানের বীজ উৎপাদন ধান চাষের দিশা দেখানোর উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ২৭মে যোগেন্দ্রনগর নিউ প্রাইমারি স্কুল চত্বরে দেড়শ জন চাষি নিয়ে বিশেষ কর্মশালা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিধান রায়, সহকারী অধ্যাপক ডঃ উৎপল মাইতি, পূর্ব কাঁঠালবাড়ির প্রধান সরোদিনী বর্মণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাইবাল সাবপ্ল্যান্ট ও এসি সাব প্ল্যান্টকে গ্রামের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুই প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি ও শালকুমার-১ এগ্রিকালচার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও দুটি সংগঠনের এদিনের প্রশিক্ষণে উত্তর সোনা, উত্তর লক্ষ্মী, উত্তর সুগন্ধি ও উত্তর সমির প্রজাতির ধান চাষ নিয়ে আলোচনা হয়।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ধানের ফলন বাড়াতে উন্নতমানের বীজ প্রয়োজন। সম্মিলিত চেষ্টায় চাষিরা নিজ এলাকায় সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদন করতে পারবেন। এতে বীজ বাবদ চাষের খরচ কম হবে। স্বাভাবিক চাষ আবাদের তুলনায় প্রতি বিঘায় ধানের ফলন বেশি হবে। তবে এই কর্মশালার আগেই যোগেন্দ্রনগরের বিমল বর্মণ উত্তর সোনা প্রজাতির ধান চাষ করেছে। তারও আগে মথুরায় আদিবাসী চাষিরা পরীক্ষামূলক ভাবে ৩০ বিঘা জমিতে উন্নত প্রজাতির ধান চাষ করে সফল হয়েছেন। তাই এদিন এইকথা উল্লেখ করেই বাকিদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

তবে ধান চাষের ক্ষেত্রে অনেক সময় জলসেচ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় বলে চাষিদের অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে অ্যাগ্রি ইরিগেশনের ইঞ্জিনিয়ার কল্যাণ কুমার দাস বলেন, সেচ নিয়ে চাষিরা দপ্তরে অভিযোগ জানালে অবশ্যই তা খতিয়ে দেখা হবে। কর্মশালার কো-অরডিনেটর নির্মল বর্মণ বলেন, আলোচনা শেষে চাষিদের ৫০০টি সুপারি চারা, তিনটি গ্রুপকে তিনটি পাম্পসেট ও ৩৩ জন চাষিকে প্যাডি উইডার দেওয়া হয়।

এনবিএসটিসি পঞ্চাশটি ইলেকট্রিক বাস রাস্তায় নামতে চলেছে

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সর্বকালীন সময়ের সব থেকে বেশি মাসিক আয় ১৫ কোটি ৭৫লক্ষ টাকা। বিগত দিনে সর্বাধিক ১৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আয় থাকলেও সেই রেকর্ড পেরিয়ে গত মে মাসে ১৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। পরিবহন ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, এর আগে কর্মী বেশি থাকা সত্ত্বেও ৫৫লক্ষ কিলোমিটার চলার পর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মাসিক সর্বোচ্চ আয় ছিল ১৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত মে মাসে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মী কম থাকা সত্ত্বেও ৫১লক্ষ কিলোমিটার রান করে ১৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। এটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সর্বকালীন সর্বোচ্চ মাসিক আয়। আগামী দিনে মাসে ১৭ থেকে ১৮ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন দুর্গা পুজোর আগে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা আয় বাড়াতে পঞ্চাশটি ইলেকট্রিক বাস রাস্তায় নামতে চলেছে। তার জন্য পাঁচটি ডিপোকে চিহ্নিত করে সেখানে চার্জিং সেন্টারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার আয় বাড়াতে প্রতিবেশী দেশ নেপালের সঙ্গে বাস পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে কাঠমুন্ডু বাস পরিষেবা চালু করা হবে। সপ্তাহে তিনদিন শিলিগুড়ি থেকে কাঠমুন্ডু উদ্দেশ্যে বাস ছাড়া হবে। আবার সপ্তাহে তিন দিন কাঠমান্ডু থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে বাস ছাড়া হবে।

দীর্ঘ ৫৭ বছরের বিরতির পর হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে মিতালি এক্সপ্রেসে

শিলিগুড়ি: বাংলাদেশের সঙ্গে রেলপথে জুড়ল ভারত। এদিন দিল্লির রেল ভবন থেকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে মিতালি এক্সপ্রেসের যাত্রার ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ ও বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী নরুল ইসলাম সুজন। ভারতের রেলমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ৫০ ও ভারতের ৭৫ বছরের স্বাধীনতা। দুই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জুড়ে দিল মিতালী এক্সপ্রেস। দুই দেশের পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসারে ট্রেনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

হাতেগোনা কয়েকজন যাত্রী নিয়ে এনজেপি থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা হল মিতালী এক্সপ্রেস। এই ঐতিহাসিক যাত্রার সাক্ষী থাকতে এনজেপি থেকে ট্রেনের যাত্রী হন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তা, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ।

বাংলাদেশের পথে মিতালী যাত্রা শুরু করে ৯টা ৪০মিনিটে। সকাল ১০টা ৩৫ মিনিট নাগাদ হলদিবাড়ির আন্তর্জাতিক স্টেশনে পৌঁছায় মিতালী। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে কাউকেই ট্রেন থেকে নামতে দেওয়া হয়নি। তবে এরই মধ্যে হলদিবাড়ির আন্তর্জাতিক স্টেশনে স্থানীয় মহিলারা প্রদীপ জ্বালিয়ে চালন-কুলো নিয়ে ট্রেনটিকে বরণ করলেন।

পিএসসি দুর্নীতির অভিযোগে কাঠ গোড়ায় কালচিনির বিডিও

কালচিনি: পিএসসি তথা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতির অভিযোগে কালচিনির বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্তের দাবি জানিয়ে ২৫ মে কলকাতার টালিগঞ্জ থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এনিয়ে এদিন পিএসসি ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান পিএসসি দুর্নীতি মুক্ত মঞ্চের সদস্যরা। এমনকি পিএসসি-র চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপিও দেন তাঁরা।

পিএসসি দুর্নীতি মুক্ত মঞ্চের পক্ষ থেকে ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানান, প্রশান্তবাবু প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশনা করেও ডব্লিউবিসিএস মেইন পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান। শুধু তাই নয়, ওই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরও পান তিনি। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ১৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগের তরফে দেবাশিস মুখোপাধ্যায় একটি আরটিআই রিপোর্ট প্রকাশ করেন। রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে ১৩-৪-২০১৭ তারিখে প্রকাশিত প্রিলিমিনারি মেধা তালিকায় প্রশান্তবাবুর নাম নেই। কিন্তু ২১-৪-২০১৭ প্রকাশিত অপর একটি মেধা তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। ইন্দ্রজিৎবাবু বলেন, এফআইআর ছাড়াও আমরা খুব শীঘ্রই আদালতের দ্বারস্থ হব। চাকরি ছাড়াও এতদিন ধরে তিনি যে বেতন পেয়েছেন, বেতন বাবদ পুরো টাকাটাই তাঁকে ফেরত দিতে হবে।

চাকরিপ্রার্থীদের আরও অভিযোগ, সাড়ে তিনবছর পরেও এখণ পর্যন্ত অনেক পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়নি। ফুড ইন্সপেক্টর, ক্লার্কশিপ পরীক্ষা এবং আইসিডিএস নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ উঠেছে। আইসিডিএস পরীক্ষার ফল নম্বর সহ প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন তারা। এবিষয়ে তাঁরা পিএসসি চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপিও দেন।

এদিকে যার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ সেই কালচিনির বিডিও প্রশান্ত বর্মণ অবশ্য বলেন, আমি কোচবিহার জেলার প্রত্যন্ত বোকালিরমঠ এলাকার বাসিন্দা। একজন রাজবংশী হয়ে পিএসসি-র পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছি। যা অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেননা। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। আদালতে মামলা গেলে তাঁর জয় নিশ্চিত বলে তাঁর দাবি।

সম্পাদকীয়

শিল্পে পিছিয়ে রাজ্য

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা একসময় ভারতের শিল্পকেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রকের বার্ষিক শিল্প সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির তুলনায় কলকারখানা তৈরিতে অনেকটাই পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও শিল্পের দিকে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের মধ্যে অন্যতম। সেই সময় অন্য শিল্পোন্নত রাজ্যটি ছিল সেই সময়ের বোম্বাই প্রদেশ বর্তমানের মহারাষ্ট্র ও গুজরাত রাজ্য। সেই রাজ্য দু'টি এখনও শিল্পে তাদের উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছে। বিগত দশকে দক্ষিণের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও শিল্পের দিকে উঠে এসেছে প্রথম সারিতে। এক পরিসংখ্যান দেখা গেছে এ রাজ্যে মোট যত কারখানা রয়েছে, তার তুলনায় তামিলনাড়ুতে রয়েছে চার গুণ আর গুজরাত এনং মহারাষ্ট্রে প্রায় তিন গুণ।

এই রাজ্যে শিল্পের অবনতি শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের মাসুল সমীকরণ নীতির পর থেকেই। এছারাও বহু পরিকাঠামোগত খামতি রয়েছে সেটিও অস্বীকার করার উপায় নেই। যে সব রাজ্য শিল্পে উন্নতি করেছে, তার প্রতিটিতেই পরিকাঠামোর উপরে জোর দিয়েছিল। কংগ্রেসের পরে রাজ্যে শিল্পবিরোধী বামেরা ক্ষমতায় আসলে তাদের কিছু নীতি রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে বাধা বাধা তৈরি করেছিল সেটিও লুকোনো নেই। শাসনকালের শেষের দিকে বামেরা শিল্পায়নের চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেনি। বর্তমান সরকার রাজ্যে শিল্প আনার প্রচেষ্টায় বার্ষিক 'শিল্প সম্মেলন'-এর আয়োজন করলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এখনো লাভ করতে পারেনি। কিন্তু জমির জট এখনও বর্তমান; সেই সঙ্গে রয়েছে সিন্ডিকেটের উপদ্রবও। ফলে সদিচ্ছা থাকলেও এ রাজ্যে শিল্প থেকে গিয়েছে দুয়োরানি হয়েই। শুধু সরকার দোষই নয়, রাজ্যের মানুষের মধ্যে শিল্পের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কম রয়েছে। শিল্পের চাহিদা তৈরি না হলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পহীনই থেকে যাবে— শুধু দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক জোগাবে গোটা দেশকে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক : সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক : রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার : সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : বিমান সরকার

কবিতা

করোনার হিংস্র থাবা

- সন্তোষ দে সরকার

মহাশূন্যের এক আসনে বসে
দেখছ তুমি মহামারীর অট্টহাসি
পৃথিবীর দু'শটি দেশে করোনার হিংস্র থাবায়
আক্রান্ত লক্ষ জনের মহামারী

স্বজন হারানো বিভীষিকায় সিউরে উঠছে হৃদয়
আতঙ্কিত মন আৎকে উঠছে বারে বারে
এই বুঝি থাবা দেয় পাশের বাড়ি বা আমার ঘরে

করোনা আজ মনের গভীরে এনে দেয় ভালোবাসা
পৃথিবীর সব দেশ যেনো আমারই বাসা।

প্রবন্ধ

মদিরাহুত বড়কর্তা

....সুকান্ত নাহা

জীবনে অনেক হাতির গপ্পোই শুনে থাকবেন কিন্তু মদ্যপ্রিয় বড়কর্তার রঙ্গরসের কথা হয়তো অনেকেই শোনেননি। আদিবাসী সমাজের বিয়ে। যেখানে সামাজিকতার মুখ্য উপাদান হাঁড়িয়া। হাঁড়িয়া এবং খাসির মাংসের ঢালাও বন্দোবস্ত না হলে সে বিয়ে বিয়েই নয়। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের একপাশে চলছে হাঁড়িয়ার মোচ্ছব। অন্যপাশে মান্দার, নাগাড়া সহযোগে নৃত্যগীত। আচমকা সভাস্থলে বড়কর্তার আবির্ভাব। দাঁতাল কর্তাবাবা মাঝে মাঝেই দেখা দেন। মাস্তানের মতো এসে বাড়ির কলাটা, কাঁঠালটা, শকর-কান্দা (এক জাতীয় কন্দ) ধান,আখ যা জোটে হপ্তা তুলে নিয়ে যান। তবে একবার যদি হাঁড়িয়ার গন্ধ নাকে এলো তাহলে আর দেখতে হবে না। "আমি সব ছেড়ে মা ধরবো তোমার রাঙা চরণ দুটি" র মত হাঁড়িয়ার উৎস সন্ধানে মত্ত হবেন বাবা। বড়কর্তাকে দেখে বিয়ের আসর নিমেষে ফাঁকা। যে যেখানে পেরেছে লুকিয়েছে। দূর থেকে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে মশাল জ্বেলে ভয় দেখাচ্ছে লোকে। কর্তাবাবা ডোন্ট-কেয়ার। প্রথমেই শুঁড় বাড়িয়ে যত হাঁড়িয়ার পাত্র ছিল সাবড়ালো। সাবড়ে আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। টলতে টলতে খানিক দূরে গিয়েই পপাত ধরণীতলে। দু'চারটে নেড়িকুকুর পেছনে লেগেছিল। একটাকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছড়াতে গিয়ে নেশার ঘোরে স্লিপ করায় সেটি ছিটকে পড়লো রান্না ঘরের চালে। ভয়ে খেঁকিটার জবান সেই যে সিল হয়ে গেল খুলতে মাসখানেক লেগেছিল। সারারাত নেশায় ঘোরে পড়ে থাকার পর ভোর নাগাদ খোয়ারি কাটলে কর্তামশায় উঠে দুলকিচালে হাঁটা ধরলেন বনের পথে। না, মদিরাহুত কর্তাবাবাকে সেদিন কেউই আর বিরক্ত করেনি। বরং তার আবির্ভাব মহাকালের আশীর্বাদ হিসেবেই গণ্য করেছিলো।

গল্প

আত্মহত্যা

....অঙ্কিতা ঘোষ

● বি.কম পাশ ছেলেটি ঘুষ দিয়ে চাকরি না কিনে, পাড়ার মোড়ে মুদির দোকান খুলেছে। এক কেজি চিনি কিনতে আসা পাড়াতুতো কাকু পান চিবোতে চিবোতে যখন বলে,
– "কি করলি জীবনে বি.কম পাশ করে? শেষে মুদিওয়ালা হলি? হেহেহেহেহে। আমার ছেলেকে দেখ! প্রাইভেট সেক্টরের অফিসার। আর তুই বসে বসে চিনি মাপছিস।"
বিশ্বাস করুন, সেই মুহুর্তে চিনি মাপতে মাপতে ছেলেটি নিজের ব্যার্থতায় মরে গেছিল -এটাও আত্মহত্যা। কিন্তু আমরা কেউ এই মৃত্যুর খবর পাই না।

● বিয়ের মাত্র একমাসের মাথায়, বরের হাতে দ্বিতীয় চড়টা খাওয়ার পর মেয়েটি তার মা'কে ফোন করে বলেছিল,
– "মা, আমার বর ভালো মানুষ নয়। আমায় তুমি নিয়ে যাও।"
কিন্তু যখন মায়ের থেকেই উত্তর আসে,
– "মেয়েমানুষ একটু মানিয়ে নে। ছেলেদের একটু রাগ বেশী হয়। আর তোর বর তো সরকারি চাকরি করে, অত মাইনে। একটু মানিয়ে নে।"
বিশ্বাস করুন, সেদিন নিজের মায়ের মুখে একথা শুনে লজ্জায় মেয়েটি মরে গেছিল -এটাও আত্মহত্যা। কিন্তু আমরা কেউ এই মৃত্যুর খবর পাই না।

● শ্যামলা রঙের মেয়েটি একখানা টুকটুকে লাল রঙের একটা শাড়ি পড়ে পাড়ায় বেরোতেই পাশের বাড়ির ফর্সা বৌদি বলে ওঠে,
– "মনা, তোর গায়ের রঙ্ বড্ড চাপা। লাল তোকে মানায় না। গিলে খাচ্ছে একদম। হালকা রঙ্ পরে আয়।"
বিশ্বাস করুন, ঘরে এসে নিজের শ্যামলা মুখটার দিকে তাকিয়ে মেয়েটির যখন মনে হয়েছিল কেন সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায় না এই কালো রঙ্, ঠিক সেই মুহুর্তে মেয়েটির মরে গেছিল -এটাও আত্মহত্যা। কিন্তু আমরা কেউ এই মৃত্যুর খবর পাই না।

● বন্ধুদের গ্রুপে চিকেন পিৎজা উইথ এক্সট্রা চিজ্ অর্ডার দেওয়ার পর, সবথেকে গোলগাল মেয়েটিকে নিয়ে রসিকতা হচ্ছিল,
– "তুই পিৎজা বাদ দিয়ে একটু জল খেয়ে দেখ যদি রোগা হোস। আমার তো মনে হয় তুই জল খেলেও মুটিয়ে যাবি।"
বিশ্বাস করুন, ঠিক সেই মুহুর্তে মেয়েটির মনে হয়েছিল সে বেমানান বন্ধুদের ভীড়ে, সে একা, হাসির খোরাক -মরে গেছিল মেয়েটি -এটাও আত্মহত্যা। কিন্তু আমরা কেউ এই মৃত্যুর খবর পাই না।

জিমেলের নতুন ফিচার

জিমেলের ইউজাররা ব্যবহার করতে পারবেন সিক্রেট মোড। এই সিক্রেট মোডের মাধ্যমে ইউজাররা বিভিন্ন ধরনের ইমেল সেন্ড এবং ওপেন করতে পারবেন। এই মোডের মাধ্যমে ইউজাররা নিজেদের সেনসিটিভ তথ্য সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। এর ফলে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্যদের কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এর মাধ্যমে ইউজাররা গোপন ভাবে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেসেজ এবং অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে সেন্ড করতে পারবেন। জিমেলের এই সিক্রেট মোড ব্যবহার করা যাবে আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, আইপ্যাড এবং কম্পিউটারে। এছাড়াও ইউজাররা ব্যবহার করতে পারেন কনফিডেন্সিয়াল মোড। ইউজাররা এক্সপায়ারি ডেট দিয়ে এটি সেট করে রাখতে পারেন।

জিমেলের এই কনফিডেন্সিয়াল মোডের মাধ্যমে ইউজারদের মেল করা বিভিন্ন ধরনের তথ্য আরও সুরক্ষিত থাকবে। ধরা যাক ইউজার কাউকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য মেল করলেন এবং প্রাপক ভুল করে সেই মেল অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই কনফিডেন্সিয়াল মোড অন করা থাকলে, যাঁর কাছে সেই মেসেজ ভুল করে পাঠানো হয়েছে, তিনি তার স্ক্রিনশট এবং ফটো তুলতে পারবেন না।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কম্পিউটারের মাধ্যমে সিক্রেট ইমেল সেন্ড, ওপেন এবং অ্যাটাচমেন্টের উপায়। ইউজাররা জিমেলের স্কুল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করলে অ্যাডমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে কনফিডেন্সিয়াল মোড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এর জন্য প্রথমেই অন করতে হবে কম্পিউটার। এরপর যেতে হবে গো টু জিমেল অপশনে। এরপর কম্পোজ অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ডানদিকের নিচে থাকা কনফিডেন্সিয়াল মোডের টার্ন অন অপশনে ক্লিক করতে হবে। সঙ্গে জিমেলে সেট করে রাখা যাবে এক্সপায়ারি ডেট এবং পাসকোড। এই সেটিং ব্যবহার করা যাবে মেসেজ টেক্সট এবং যে কোনও অ্যাটাচমেন্টে। যদি ইউজাররা 'নো এসএমএস পাসকোড' অপশন বেছে নেন, তাহলে যাঁর কাছে পাঠানো হবে তিনি যদি জিমেল অ্যাপ ব্যবহার করেন, তাহলে সরাসরি সেই মেসেজ খুলতে পারবেনঁ। যারা জিমেল অ্যাপ ব্যবহার করেন না তাদের দিতে হবে পাসকোড।

ইউজার যদি 'এসএমএস পাসকোড' অপশন বেছে নেন, তাহলে যাঁর কাছে মেসেজ পাঠানো হবে তাঁকে পাসকোড ব্যবহার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যাঁকে মেসেজ পাঠানো হবে তাঁর ফোন নম্বর এন্টার করতে হবে।

আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ট্যাবলেট, আইপ্যাডের ক্ষেত্রে সিক্রেট ইমেল সেন্ড এবং ওপেন করার ক্ষেত্রে প্রথমে খুলতে হবে জিমেল এবং ট্যাপ করতে হবে কম্পোজ অপশনে। এরপর ডানদিকের উপরে থাকা মোর অপশনে ট্যাপ করতে হবে। এরপর কনফিডেন্সিয়াল মোডে ট্যাপ করতে হবে এবং টার্ন অন করতে হবে।

বাড়ছে মাঙ্কিপক্স প্রকোপ, ভারতের জন্য কতটা চিন্তার?

মাঙ্কিপক্স ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে হওয়া একটি রোগ ইউরোপে খুব দ্রুত বাড়ছে। ব্রিটেন, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন এবং সুইডেনে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় নতুন কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাঙ্কিপক্স সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। অঞ্চলের বাইরে রোগের ক্ষেত্রে সকলেই প্রায় সংক্রামিত এলাকায় ভ্রমণের জন্য এসেছিলেন এসব জায়গায়।

মার্কিন ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বলছে, মাঙ্কিপক্স একটি বিরল ভাইরাল সংক্রমণ যা সাধারণত খুব সংক্রমক নয় এবং যেখান থেকে বেশিরভাগ মানুষ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেরে ওঠে। যাইহোক, স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দুশ্চিন্তার বিষয় হ'ল ভাইরাসটি কমিউনিটির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে যেখানে সনাক্ত করা যায়নি এমন এবং সম্ভবত সংক্রমণের একটি নতুন মাধ্যমও তৈরি হচ্ছে। আমেরিকায় এই রোগের প্রথম কেস ৭ মে রিপোর্ট করা হয়েছিল। রোগী সম্প্রতি নাইজেরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন, যেখান থেকে তিনি ভাইরাসে আক্রান্ত হন।

● মাঙ্কি ভাইরাস ছড়ায় কীভাবে?

এই রোগটি বায়ুবাহিতই। সেই কারণে শ্বাসযন্ত্র, নাক, মুখ চোখ এই ভাইরাসে আগে আক্রান্ত হয়। তবে সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, যৌন সংস্পর্শে এই রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি মাঙ্কি পক্সে আক্রান্ত হয় এবং তিনি যদি যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হন, সেক্ষেত্রে অপর সুস্থ স্বাভাবিকদেহে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে পরেও তিনিও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হবেন।

এই ভাইরাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হালকা, কখনও কখনও চিকেনপক্সের মতো হয় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। মাঙ্কিপক্স কখনও কখনও আরও গুরুতর হতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাসই মৃত্যুর কারণ বলে জানা গেছে। মাঙ্কিপক্স চিকেনপক্সের মতোই কিন্তু দশজন রোগীর মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটাতে পারে বিশেষ করে অল্প বয়সী রোগীদের।

ভারতীয় কৃষকদের সাহায্য করতে বিএএসএফ-এর নতুন কীটনাশক

কলকাতা: বিএএসএফ দ্বারা এক্সপোনাস কীটনাশক চালু করার মাধ্যমে ভারতের কৃষকরা তাদের ফসল রক্ষা করতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হবে। এটি একটি বিশেষ ফর্মুলেশনে বিএএসএফ-এর নতুন সক্রিয় উপাদান ব্রোফ্লানিলাইড দ্বারা চালিত।

সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এক্সপোনাস কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যমান রসায়নের প্রতিরোধের জন্য একটি শক্তিশালী, দ্রুত এবং বহুমুখী সমাধান দেয়। শুঁয়োপোকা এবং থ্রিপসের মতো গুরুত্বপূর্ণ কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য অয়েল সিডস, ডাল এবং শাকসবজি বিভাগের অধীনে বৃহৎভাবে চাষ করা ফসলে ব্যবহারের জন্য এটি তৈরি। এটি নতুন আইআরএসি গ্রুপ ৩০-এর অধীনে বাজারে আসা প্রথম যৌগগুলির মধ্যে একটি যা সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণীর কীটনাশককে প্রতিনিধিত্ব করে (গ্রুপ ৩০–মেটা-ডায়ামাইডস এবং আইসোক্সাজোলাইন) যার বাজারে বিদ্যমান পণ্যগুলির সাথে কোনও পরিচিত ক্রস-প্রতিরোধ নেই, এটি একটি উচ্চতর কীটনাশক প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনার টুল তৈরি করে। এক্সপোনাস, কীটনাশকের একটি মূল্যবান দিক হল সবচেয়ে কঠিন প্রতিরোধী পোকামাকড়ের উপর কার্যকর হওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং এটি দ্রুত কাজ করে যার ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ফসলের পোকামাকড়গুলিকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিএএসএফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নারায়ণ কৃষ্ণমোহন বলেছেন, "ভারতের কৃষকরা এখন ফসল সুরক্ষায় আমাদের এই নতুন উদ্ভাবন থেকে উপকৃত হবেন।"

কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল

শিলিগুড়ি: বিশ্বের নং #১ এবং ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড কেটিএম ২৯শে মে ২০২২-এ শিলিগুড়িতে কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল পরিচালনা করেছে, যার উদ্দেশ্য হল বাইকারদের রাইডগুলিতে নিয়ে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইলগুলি এক্সপ্লোর করার মাধ্যমে অ্যাডভেঞ্চার বাইক চালানোর সাথে পরিচিত করানো।

একটি ভালো রাইডিং অভিজ্ঞতা প্রদান করার জন্য, বাইকের ক্ষমতা এবং রাস্তার বাইরে তাদের বহুমুখীতা বোঝার জন্য মৌলিক রাইডিং কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের জন্য কেটিএম এক্সপার্টদের দ্বারা এগুলি যত্ন সহকারে নির্বাচন এবং কিউরেট করা হয়েছে। এগুলি এক্সক্লুসিভলি কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার মালিক এবং গ্রাহকদের জন্য সংগঠিত যারা এতে নথিভুক্ত করতে ইচ্ছুক। তারা সময়সূচী অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ ডিলারশিপের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পিপি অ্যাডভেঞ্চার রাইডসের কেটিএম এক্সপার্ট রাইডার ফিলিপ গিলহ্যান্ড শিলিগুড়িতে কেটিএম শিলিগুড়ি থেকে গায়ামান ব্রিজ পর্যন্ত অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইলের নেতৃত্ব দেন। ভিশন, বডি কন্ট্রোল, বাইক কন্ট্রোল এবং আরও অনেক কিছুর মতো গুরুত্বপূর্ণ অফ-রোডিং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর ফোকাস করে মালিকরা একটি হ্যান্ডস-অন সেশনের অভিজ্ঞতা পান। কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইলগুলি আগামী কয়েক মাসে সারা দেশের শীর্ষ শহরগুলিতে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে।

বাজাজ অটো লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট (প্রোবাইকিং) মিঃ সুমিত নারাং বলেছেন, "আমি এটি শেয়ার করে আনন্দিত যে আজ পর্যন্ত আমরা ১০,০০০ জনেরও বেশি কেটিএম মালিককে উৎসাহিত করেছি যারা বিভিন্ন কেটিএম প্রো-এক্সপি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছে।"

সোনি ব্রাভিয়া এক্স৮০কে টেলিভিশন সিরিজ

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া লঞ্চ করল নতুন ব্রাভিয়া এক্স৮০কে টেলিভিশন সিরিজ। এর পিকচার কোয়ালিটি ও সাউন্ড এককথায় অনবদ্য। গুগল টিভি-সহ এই নতুন এক্স৮০কে টেলিভিশন সিরিজ দর্শকের কাছে ভিশন ও সাউন্ডকে দারুণ আকর্ষণীয় করে তোলে, কারণ এতে ব্যবহার করা হয়েছে সোনির পিকচার ও সাউন্ড টেকনোলজি।

সোনির নতুন এক্স৮০কে টিভি সিরিজ পাওয়া যাবে এইসব সাইজে: ১৮৯সেমি (৭৫), ১৬৫সেমি (৬৫), ১৪০সেমি (৫৫), ১২৬সেমি (৫০) ও ১০৮সেমি (৪৩)। এই টিভি'র বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন দর্শকদের 'টুলি হ্যান্ডস-ফ্রি এক্সপিরিয়েন্স' দিতে সক্ষম। দর্শকরা টিভি'র সঙ্গে কথা বলতে পারেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করে এবং যা খুঁজছেন তা তাড়াতাড়ি পেতে পারেন। টিভি'র রিমোট ব্যবহার না করেই টিভি শো চালাতে বা মুভি দেখতে পারবেন দর্শকরা। খুব শীঘ্রই সোনির ব্রাভিয়া এক্স৮০কে টেলিভিশন সিরিজ পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, মুখ্য ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও ই-কমার্স পোর্টাল থেকে। কেডি-৫৫৮০কে ২০ মে থেকে ৯৪,৯৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

গ্লেনমার্কের হাইপারটেনশন অ্যাওয়ারনেস মাস

কলকাতা: গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড মে মাসকে 'হাইপারটেনশন অ্যাওয়ারনেস মান্থ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এজন্য দেশের ৫০টি শহরের ৮০০০-এরও বেশি হসপিটাল ও ক্লিনিকের ১৮,০০০-এরও বেশি হেলথকেয়ার প্রফেশনালদের (এইচসিপি) সহযোগিতা নিয়ে গ্লেনমার্ক ১১০টিরও বেশি জনসচেতনতা র্যালি ও ৮০০০ স্ক্রিনিং ক্যাম্প সংগঠিত করেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল হাইপারটেনশন (হাই ব্লাডপ্রেসার) বিষয়ে জন সচেতনতা গড়ে তোলা।

সংগঠিত র্যালিতে একজন এইচসিপি'র দ্বারা হাইপারটেনশনের পূর্বাভাস, লক্ষণ ও প্রতিরোধ পদ্ধতি নিয়ে বিশদে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে সাধারন মানুষের জন্য স্ক্রিনিং ক্যাম্পের আয়োজনও করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গ্লেনমার্ক ২ লক্ষেরও বেশি মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে পেরেছে।

অন্যতম যুগান্তকারী অ্যান্টি-হাইপারটেনশন ড্রাগ 'টেলমা'র উদ্ভাবক গ্লেনমার্ক সচেতনতা বৃদ্ধি ও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক পথপ্রদর্শক। এই কোম্পানি ইতিমধ্যে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে ১.২ মিলিয়ন ভারতবাসীর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, হাইপারটেনশন হল কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের অন্যতম প্রধান 'রিস্ক ফ্যাক্টর', বিশেষকরে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ ও স্ট্রোকের ক্ষেত্রে।

পরিম্যাচ ক্রিকেট ফ্যানদের স্বপ্ন পূরণ করেছে

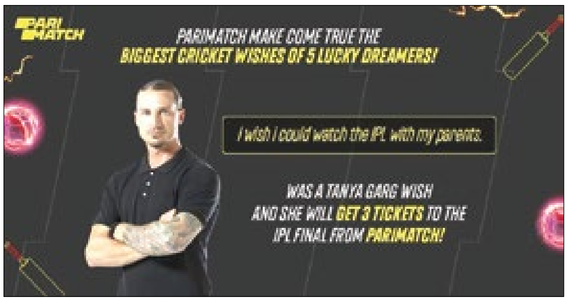

শিলিগুড়ি: অনলাইন বেটিং প্রধান পরিম্যাচ তার বাজি স্বপ্ন কি প্রতিযোগিতার ৫ জন বিজয়ীকে পিএমআই-এর সমর্থনে আরও আনন্দিত করেছে। পিএমআই হল ব্র্যান্ডের সম্প্রসারণ কৌশলের বিকাশ ও বাস্তবায়নে নিযুক্ত একটি পরিষেবা সংস্থা। বিজয়ীরা তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে স্টেডিয়ামে আইপিএল ফাইনাল উপভোগ করবে এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের একজন ভবিষ্যত সদস্য পরিম্যাচ থেকে নতুন পেশাদার সরঞ্জাম নিয়ে তার দক্ষতা উন্নত করার জন্য কাজ করবে।

২০২২ সালের মার্চ মাসে, অনলাইন বেটিং মেজর পরিম্যাচ ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য বাজি স্বপ্ন কি প্রতিযোগিতা চালু করেছে। অংশগ্রহণকারীদের একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং পরিম্যাচ ওয়েবসাইটে একটি ভার্চুয়াল বিলবোর্ডে তাদের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্বপ্ন শেয়ার করতে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে ৫টি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্যারিম্যাচ টিম। কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডেল স্টেইন এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের বেছে নিয়েছিলেন। ক্রিকেট ভক্তদের কাছ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা পেয়েছেন পরিম্যাচ। যেহেতু ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের সময় এই প্রতিযোগিতা চলছিল, তাই সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল স্টেডিয়ামে আইপিএলের ফাইনাল খেলা দেখার বিষয়ে। পরিম্যাচ দলও এই প্রতিযোগিতা নিয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত এবং বিজয়ীদের জন্য খুবই খুশি।

ভি'র অ্যাড-টেক প্ল্যাটফর্ম - 'ভি অ্যাডস'

শিলিগুড়ি: ভারতের মাল্টি-মিলিয়ন ডলার অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিতে অন্যতম প্রধান চালিকা সংস্থা হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভি এবার লঞ্চ করল তাদের নিজস্ব অ্যাড-টেক প্ল্যাটফর্ম - 'ভি অ্যাডস' (Vi Ads)। এআই/এমএল চালিত অ্যাড-টেক প্ল্যাটফর্ম 'ভি অ্যাডস' বিপণনকারীদের দেবে এক যুগান্তকারী 'প্রোগ্রাম্যাটিক মিডিয়া বায়িং প্ল্যাটফর্ম'।

ভি'র 'ডীপ ডেটা সায়েন্স টেকনোলজি' নির্ভর 'ভি অ্যাডস' মার্কেটিয়ারদের তাদের ২৪৩ মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকের সঙ্গে ভি'র নিজস্ব ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাপ - 'ভি অ্যাপ' ও 'ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি অ্যাপ' ইত্যাদি একাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দেবে। তার সঙ্গে 'এসএমএস' ও 'আইভিআর কল' প্রভৃতি তো থাকছেই।

ভি অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে 'অডিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার' ও 'প্রোগ্রাম্যাটিক সলিউশনস'-এর গ্লোবাল প্রোভাইডর টর্কআই-এর (TorcAi) সহযোগিতায়, যা আধুনিক ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিংয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন যুগের মার্কেটিং ও অ্যাডভার্টাইজিং টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলবে।

ওয়ার্ল্ড নো টব্যাকো ডে ২০২২

শিলিগুড়ি: ওয়ার্ল্ড নো ট্যাবাকো ডে ২০২২-এ অনুষ্ঠিত হটি কনজিউমার ফ্রিডম কনক্লেভে একটি ইন্টারেক্টিভ লিডারশিপ প্ল্যাটফর্ম দেখা গেছে যার থিম ছিল 'ক্ষতি হ্রাসের উপর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিন্যাস: একটি চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ' গ্রাহকদের স্বাধীনতা এবং তাদের নিয়ে আলোচনা এবং বিতর্ক চালানোর উদ্দেশ্য এবং নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে ক্ষতি কমানোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রগতিশীল প্রবিধানের পছন্দ এবং প্রয়োজন।

মাল্টি-স্টেকহোল্ডার আলোচনায় নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, আইনি, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং ভোক্তা সংস্থাগুলির প্রখ্যাত বিষয় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ দেখা গেছে। প্রথম প্যানেল 'কম ক্ষতিকারক বিকল্পগুলিতে স্থানান্তর সক্ষম করা - প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি সুপারিশ' নিয়ে আলোচনা করেছিল। দ্বিতীয় প্যানেলটি ছিল 'সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার ক্ষমতায়ন - ভোক্তা-বান্ধব নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি করা'। কীভাবে দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ মিস করছে এবং কীভাবে একটি বৈজ্ঞানিক নীতি কাঠামো দেশটিকে শেষ পর্যন্ত তামাকমুক্ত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। ডেভিড টি. সোয়ানর জেডি, ফ্যাকাল্টি অফ ল এবং সেন্টার ফর হেলথ ল, পলিসি অ্যান্ড এথিক্স, ইউনিভার্সিটি অফ অটোয়া, কানাডা, বলেছেন, "ভোক্তাদের নিরাপদ বিকল্প প্রদানের জন্য প্রযুক্তি বর্ধনের জন্য আর&ডি-এর উপর ফোকাস করা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন অনেক দেশ আছে যেখানে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্পগুলির অ্যাক্সেস ধূমপানের দ্রুত হ্রাস রেকর্ড করেছে।"

ডন বস্কো ইউনিভার্সিটি ৪.৯৫ কোটি স্কলারশিপ ঘোষণা করেছে

শিলিগুড়ি: আসাম ডন বস্কো ইউনিভার্সিটি, আসামের বেসরকারী খাতের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যা ভারতের জাতীয় মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি কাউন্সিল দ্বারা গ্রেড 'এ' স্বীকৃতি সহ ২০২২-২৩-এ ভর্তির জন্য ৪.৯৫ কোটি মূল্যের স্কলারশিপের ঘোষণা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু স্কলারশিপ প্রদান করে যেমন মেধার উপর ভিত্তি করে স্কলারশিপ - যোগ্যতা পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইউনিভার্সিটি ৪,৯৫,৩২,০০০ টাকার মেরিট স্কলারশিপের ঘোষণা করেছে। অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্কলারশিপ - ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামের ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে এমন একটি পরিবার থেকে আসা ছাত্রদের স্কলারশিপ প্রদান করে যাদের আয় বছরে ২,০০,০০০ টাকারও কম (প্রতি সেমিস্টারে ১০,০০০)। প্রতিবন্ধীতার উপর ভিত্তি করে স্কলারশিপ - যারা সরকারের কাছ থেকে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র পেয়েছে তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে (প্রতি সেমিস্টারে ১০,০০০)। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে অসামান্য ক্রীড়াবিদদের জন্য স্কলারশিপ - বিশ্ববিদ্যালয়টি সেইসব ছাত্রদের জন্য টিউশন ফি মওকুফের আকারে ১৬,৪০,০০০ টাকা উপলব্ধ করেছে যারা যারা প্রধান স্পোর্টিং ইভেন্টে উত্তর-পূর্ব ভারতের যেকোনো রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে (প্রতি সেমিস্টারে ৫০০০-১০০০০)। অনুষদদের জন্য বৃত্তি - বিশ্ববিদ্যালয় তার ফ্যাকাল্টি সদস্যদের গবেষণায় জড়িত হতে উৎসাহিত করতে আসাম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পিএইচডি করছেন তাদের জন্য বার্ষিক ১০,০০০ টাকা উপলব্ধ করেছে। এখন পর্যন্ত ৩৯ জন অনুষদ সদস্য এই বৃত্তিটি গ্রহণ করেছেন (বার্ষিক ১০,০০০)।

বিশ্ববিদ্যালয়টি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান করে যারা ডিস্ট্যান্স মোডে আরও পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অনলাইন এবং ডিস্ট্যান্স এডুকেশন ডিবিইউ গ্লোবাল-এ অনলাইন স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০% ফি মওকুফের প্রস্তাব দেয়।

মাইকেল ও পঞ্চানন বর্মা পুরস্কার পাচ্ছেন কবি বিজয় দে ও বজলে রহমান

কবি বিজয় দে

জলপাইগুড়িঃ সাহিত্য ও কামতাপুরি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদানের জন্য মাইকেল মধুসূদন ও ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা পুরস্কারে ভূষিত করা হল কবি বিজয় দে ও বজলে রহমানকে। এই বজলে রহমান হলেন কামতাপুরি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম অগ্রণী। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুটি পুরস্কারই এই বছর প্রথম শুরু করা হল।কামতাপুরি ভাষা ও সংস্কৃতিতে এই পুরস্কার চালু হওয়ায় মর্যাদা পেল কামতাপুরি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

২৬ মে কলকাতা লাগোয়া নিউটাউনের নজরুল তীর্থে সরকারের পক্ষ থেকে কবি বিজয় দে ও বজলে রহমানের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। বিজয় দে জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা এবং বজলে রহমান বর্তমানে কোচবিহারের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পাড়ার বাসিন্দা। উল্লেখ্য, রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শান্তনু বসুর লেখা চিঠি ১৯ মে হাতে পান কবি বিজয় বসু ও বজলে রহমান। তাতে লেখা ছিল কাব্য সাহিত্যে ও কামতাপুরি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

১৯৭০ সাল থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন বিজয় দে। এরপর সাহিত্যিক দেবেশ রায় ও কবি সামসুল আনোয়ারের প্রভাব তাঁর কাব্য চর্চায় নতুন অক্সিজেন জোগায়। ১৯৮৫-তে একবার আলিপুরদুয়ারের এক ছাপাখানায় তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ “কাঠুরিয়া আন্তর্জাতিক” আনতে গিয়ে দেখেছিলেন, উইপোকায় সেই বই নষ্ট করে দিয়েছে। এরপর ২০০০ সালে আবার তার আরএক কাব্যগ্রন্থ ‘বম্বে টকিজের’ সমস্ত বই কলকাতার এক ছাপাখানায় ছাপার পর জলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই পুরস্কার প্রাপ্তির খবরে খানিকটা বিস্মিত কবি বলেন, তখন ভেবেছিলাম আমার কাব্য গ্রন্থের পাঠক হয়ত উইপোকা বা বাণের জলে ভেসেযাওয়াই হয়তো আমার কাব্য গ্রন্থের ভবিতব্য। তাই এই পুরস্কার প্রাপ্তি কবির কাছে তো বটেই এমনকি সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে অপ্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, বাংলায় কবিতায় এর আগে এতবড় সরকারি পুরস্কার আর আগে কখনো আর আসেনি। অতীতে কবি সমর চৌধুরী পেয়েছিলেন বাংলা অ্যাকাডেমির তরফ থেকে পেয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্মান।

জলপাইগুড়ির মার্চেন্ট রোডের একটি আবাসনের বাসিন্দা বিজয় দে-এর পৈতৃক বাড়ি ছিল এই শহরেরই পানপাড়ায়। বাবা, মা ও স্ত্রী কাকলি সবসময়ই তাঁকে কাব্য চর্চায় উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে নিজেই শুরু করেন লিটল ম্যাগাজিন। এরপর ১৯৭০ সাল থেকে তিনি সরাসরি কবিতা লেখা শুরু করেন। বিজয়বাবু বলেন, কাব্য চর্চায় মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি পুরস্কার এক বিরাট প্রাপ্তি।

কোচবিহার জেলার শীতলকুচির বড়মরিচা গ্রামে ১৯৫৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা ও ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বজলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বর হাইস্কুল ও কোচবিহার জেলার দেওচওড়াই উচ্চবিদ্যালয়ে। ২০১৭ সালে তিনি অবসর নেন। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাসের পাশাপাশি কামতপুরি ভাষায় পঠনপাঠনের বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন বজলে রহেমান। তাঁর তত্বাবধনে এপর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর জন্য কামতাপুরি ভাষায় ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে। কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি তাঁর পরিচালনায় কামতাপুরি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ৩৮টি বই প্রকাশ করেছে। ভাওয়াইয়া গানের ১২টি ও বিলুপ্তপ্রায় ৭টি পালাগানের অ্যালবাম তৈরি হয়েছে বজলে রহেমানের হাত ধরে। এছাড়া ঠাকুর পঞ্চনন বর্মা, আব্বাসউদ্দিন এবং চিলারায় সম্পর্কিত পৃথক তথ্যচিত্র নির্মানে তাঁর উদ্যোগ ছিল। কামতাপুরি ভাষায় ব্যাকারণ ও অভিধান ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল কামতাপুরি ভাষায় কাব্যগ্রন্থ ‘আদুরি’ ও ‘ভুক্কিমারা ভালোবাসা’ এবং উপন্যাস ‘পঙ্খি’। পুরস্কার প্রাপ্তির খবরে আপ্লুত বজলে বলেন, নিজের কাজের সার্থকতা খুঁজি পাচ্ছি।

প্যারীমোহন দাসের ১১৪ তম জন্মদিন পালিত হল

পার্থ নিয়োগী

সম্প্রতি কোচবিহার উৎসব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম লালন পুরস্কার প্রাপক শিল্পী তথা প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া ও বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার,কবি ,সমাজ সংস্কারক প্যারীমোহণ দাসের ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। প্যারীমোহন স্মরণ সমিতির তরফে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্যারীমোহন রচিত বাংলা কবিতা,গান ও ভাওয়াইয়া গানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। প্যারীমোহনের জীবন নিয়ে অসাধারন আলোকপাত করেন ইতিহাসবিদ নৃপেন পাল। এরপর প্রতিযোগিতা মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিজয়ী শিল্পীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত অপেক্ষা দলগত অনুষ্ঠান কে এবার প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিভিন্ন দলের পরিবেশিত আবৃত্তি, গান, নাচে এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। নাচে অংশ নেওয়া চারটি দল হল ছন্দমেলা,সাই ডান্স একাডেমি, ভরত নাট্যম শিক্ষায়তন, নীতি নৃত্যে ডান্স আকাদেমি। কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের শিল্পীদের অনুষ্ঠানটি ছিল অসাধারন। সপ্তক কলা কেন্দ্র,তোর্ষা সাহিত্য সংস্থা,ধুমকেতু আর্ন্তজাতিক নজরুল একাডেমির অনুষ্ঠানে এক অন্যমাত্রা আনে। প্যারীমোহনের রচিত ভাওয়াইয়া গানে অঞ্জনা রায়ের কোরিওগ্রাফিতে নাচের অনুষ্ঠান টি ছিল এক কথায় অসাধারন। তিমির বরন দাস,বরুণ দাসের ভাওয়াইয়া গানের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়। প্যারীমোহনের রচিত বাংলা কবিতা নিয়ে তার পপৌত্র ক্ষুদে শিল্পী শঙ্খদীপ দাসের আবৃত্তি ছিল শ্রুতিমধুর। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত শিল্পী শুভংকর ভাস্করের গানের অনুষ্ঠান।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে রাজ পরিবারের সদস্য নিয়োগ নিয়ে সওয়াল বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জির

পার্থ নিয়োগী

সম্প্রতি ঝটিকা সফরে কোচবিহারে এসেছিলেন অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরামের সাধারন সম্পাদক তথা অল ইন্ডিয়া বার এসোসিয়শনের সাধারন সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি। এদিন তার সাথে সাক্ষাৎ করেন কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তিন প্রতিনিধি। এদিন তারা জয়দীপ মুখার্জির হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষন কথাবার্তাও হয়। এই প্রসঙ্গে জয়দীপ বাবু বলেন ‘তার সাথে এদিন সৌজন্য সাক্ষাৎকার করতে এসেছিলেন রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তিন প্রতিনিধি। কোচবিহার রাজ পরিবার শুধুমাত্র কোচবিহার নয় সমগ্র বাংলা তথা ভারতের গর্ব বলে উল্লেখ করেন জয়দীপ বাবু। তিনি নিজেও ব্যাক্তিগতভাবে কোচবিহার রাজ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এখনও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ পরিবারের সদস্যরা তাদের রাজ আমলে চালু হওয়া বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক ভাবে অংশ নেন। যেমন পুরীর রথযাত্রা শুরুর আগে পুরীর রাজার বর্তমানের বংশধরেরা আনুষ্ঠানিক রাজা হিসেবে সোনা ঝারু দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দেন। তেমনিভাবে কোচবিহারের রাজ আমলের থেকে হয়ে চলা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোচবিহার রাজ পরিবারের সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে অংশ নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। একই সাথে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে কোচবিহার রাজ পরিবারের উত্তরসুরি দের মধ্য থেকে স্থায়ী সদস্য করার দাবী করেন। উল্লেখ এদিন জয়দীপ বাবু বলেন ‘নেতাজী সম্পকিত ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ফাইল নিয়ে কাজ করার সময় তিনি দেখেন কোচবিহারের মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ নীরবে প্রচুর অর্থ আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাংকে প্রদান করেন। সেসাথে কোচবিহারের প্রকৃত ইতিহাস যেন পাঠ্যসূচীতে আসে এরজন্য তিনি উদ্যোগ নেবার পাশাপাশি কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সাকসেসর্স ট্রাস্টের পাশে থাকবেন বলে কথা দেন। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ বলেন ‘জয়দীপ বাবুর মত সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী স্বেচ্ছায় কোচবিহারের রাজ পরিবারের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের দাবী কে সমর্থন করে আমাদের পাশে দাড়িয়েছেন তার জন্য আমরা খুব আনন্দিত ও কোচবিহারবাসীর তরফে তাকে জানাই অভিনন্দন।

বুক রিভিউঃ

“এক সপ্নের দিশা আমাছামা চান”

এপ্রজন্মের তরুণ কবি পীযূষ সরকার। তার কবিতায় আছে অদ্ভুত এক মায়া। ঠিক যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মত। একবার তার কবিতা পড়লে আরও পড়ার ইচ্ছা জাকিয়ে বসে মস্তিস্কে। রাজবংশী,বাংলা,ইংরেজি তিন ভাষাতেই সমান ভাবে স্বচ্ছন্দ তিনি। আর তাই কবি সুজিত দাস থেকে শুরু করে তৃপ্তি সান্ত্রার মত মানুষের মুখেও শোনাযায় পীযূষের সুখ্যাতি। রাজবংশী ভাষা আকাদেমির থেকে প্রকাশিত হয়েছে পীযূষের রাজবংশী ভাষার কাব্যগ্রন্থ ‘ আমাছামা চান’। মোট ৫১ টি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। নিজের মাটিতে দাড়িয়ে নিজের ভাষায় পীযূষের কবিতার মধ্যে থাকে এক উদার মানবিক বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার কথা। সেটাই জেন আরও বেশি করে উঠে এসেছে এই কাব্যগ্রন্থে। আসলে তুফানগঞ্জের গ্রামে থেকেও তুর্কিমেনিস্থান কিংবা শাহবাগ সবার মধ্যেই নিজেকে দেখেন তিনি। আসলে পীযূষের কবিতা হয়ে উঠেছে তার দর্শন। আর সেটা ভালভাবেই বোঝা যায় মাটির মত গাছের মত মানুষের প্রতি এই কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করার মধ্যে। পাতা ওলটাতেই তার প্রথম কবিতা ‘অংক’ এর শেষ লাইনে ‘মেলা অংকর শুরু আছে,শ্যাষ নাই’ বুঝিয়ে দেয় এই জীবনের অনেক কিছুর সমাধান নেই তবুও আমাদের কাজ করে যেতে হয়। সৌন্দর্য্যের ডুয়ার্সের চা বাগানের অভুক্ত শ্রমিক উঠে এসেছে তার কবিতায়। আসলে এখানেই পীযূষের স্বকীয়তা। নিজের মনের গভীর অনুভূতি তাই খুব সহজেই ধরা দিয়েছে ভবতোষের চরিত্রে। আবার বাউদিয়া কবিতায় বাউদিয়ার চরিত্রটি তাই পীযূষ কেই মনে করিয়ে দেয়। ‘মুই এলা একেলায় শুনপাথার। ভাঙাসারিন্দার নাকান পড়ি আছুং’ আসলে ঘুণ কবিতায় এই সমাজের বর্তমান ছবি দেখে একাকীত্ব গ্রাস করে কবিকে। আসলে প্রতিবাদী হোতে হোলে একাকি হতে হয়। খুব কম মানুষই সাহস দেখায় প্রতিবাদ করার। কয়জন কবি পেরেছে বাংলাদেশের মুক্তমনা আন্দোলনের পথিকৃৎ অভিজিৎ রায়ের,অনন্ত বিজয় দাস,ওয়াসিকুর রহমান, নিলয় নীলের মত শহীদের হয়ে কলম ধরতে? কিন্তু পীযূষ সরকার পেরেছে। কারন কলমের মত ব্যাক্তিগত জীবনেও শক্ত মেরুদন্ডের মানুষ সে। তাইতো অভিজিৎ রায়কে তারই মাতৃভাষায় স্মরণ করে পীযূষ লিখেছে ‘ খোলসা করিয়া কওয়া যাইবেনা কোনও ।ভাবিলেও মাথা,নেকিলেও মাথা কাটা’ তবে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধেও সে রেখেছে বার্তা ‘ মানষি মারিয়া মানষিক থামা যায় কি? একটা মরিলে দশটা বত্তি উঠিবে’। আর তার জন্য বন্দুক নিয়ে বিপ্লবের দরকার নেই এইজন্যই সে লিখেছে ‘চাইলে কলমও বন্দুক হয়া ফুটিবে’। তাই সামগ্রিকভাবে কাব্যগ্রন্থটি কিন্তু কবির ইতিবাচক মানসিকতার প্রমাণ দেয়। তাই মন্ত্রমুগ্ধের মত পড়ে যেতে হয় ফেসবুক, ক্যালেন্ডার,বাহো,আওঝাড়া সুখ, নিমন্তন এর মত সুখপাঠ্য কবিতা। সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষাবিদ তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নিখিলেশ রায় আগলে রাখেন পীযূষ কে। তারই আবিষ্কার কবি পীযূষ। তিনি জানেন পীযূষের কবিতা তা যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন, আসলে তা সমস্ত মানুষের জন্যই। আর তাই কাব্যগ্রন্থটির মলাট ও অলঙ্করণ,সম্পাদনার দায়িত্ব নিজে হাতে করেছেন অধ্যাপক নিখিলেশ রায়। আমাছামা চান কেবলই একটি কাব্যগ্রন্থ নয় রাজবংশী ভাষার কবিতার এক নতুন জার্নির চিহ্ন যা কিনা সমৃদ্ধ করবে আদপে সারা বিশ্বের সকল ভাষার কবিতাকে।

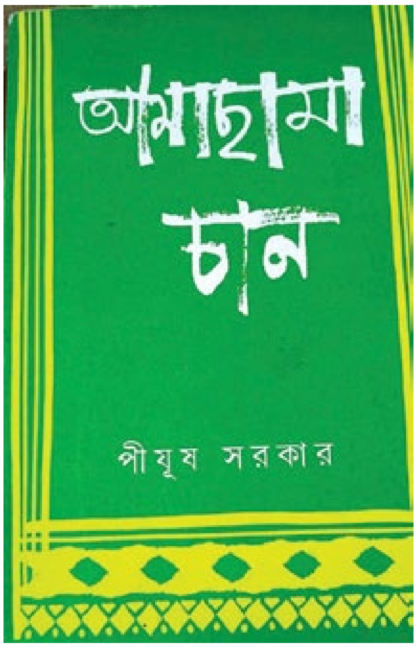

প্রোটিনেক্স নতুন টিভি কমার্শিয়াল চালু করেছে

শিলিগুড়ি: ড্যানোন ইন্ডিয়া প্রোটিনেক্স-এর ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড টেলিভিশন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একটি নতুন বিজ্ঞাপন চালু করেছে। টিভিসি-টি একজন ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনকে চিত্রিত করে যে ক্লান্তি এবং শক্তির অভাবের কারণে প্রাথমিক গৃহস্থালির কাজগুলি করতে অক্ষম। এর কনসেপ্টটি ডিডিবি মুদ্রার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে দেখায় যে ক্রমহ্রাসমান শক্তি একজন ব্যক্তির তার পরিবারের সাথে জীবন উপভোগ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

টিভিসি-টি ৩০ বছরের বেশি বয়সী ভারতীয়দের ক্ষয়প্রাপ্ত পেশী শক্তি নিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শারীরিক কার্যকলাপের অভাব, অনুপযুক্ত ডায়েট এবং দুর্বল জীবনধারার কারণে ৩০ বছরের বেশি বয়সী লোকেরা এখন একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুসারে, ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে 70% এরও বেশি লোকের পেশীর স্বাস্থ্য খারাপ সাথে ৬৮% এর পর্যাপ্ত প্রোটিনের মাত্রার অভাব। অত্যাবশ্যক পুষ্টির কম ব্যবহার মানুষের মধ্যে পুষ্টির ঘাটতি সৃষ্টি করেছে, যার ফলে তাদের নিয়মিত কাজ সম্পাদনের জন্য শক্তির মাত্রা হ্রাস, শারীরিক সহনশীলতা এবং সুস্থতা হ্রাস পেয়েছে। টিভিসি/ক্যাম্পেইনটি প্রোটিনেক্সের ইউটিউব চ্যানেল এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে দেখা যেতে পারে।

ড্যানোন ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ডিরেক্টর শ্রীরাম পদ্মনাভন বলেছেন, "এই টিভিসি-এর মাধ্যমে, আমাদের উদ্দেশ্য হল এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা যদি পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ এবং শারীরিক কার্যকলাপের সাথে যথাযথভাবে সমাধান না করা হয় তবে পেশীর ক্ষয় শক্তির অভাব হতে পারে।"

ভি'র ইন্টার-ন্যাশনাল রোমিং প্যাক

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভি গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে আকর্ষণীয় ইন্টারন্যাশনাল রোমিং প্যাক। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে অপারেটরদের সঙ্গে ভি'র রোমিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, যার ফলে বিদেশ সফরকালে গ্রাহকদের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত হতে হয় না।

ভি'র ইন্টারন্যাশনাল রোমিং প্যাক বিদেশে ভ্রমণকালে আনলিমিটেড ভয়েস কল ও ডেটা ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে গ্রাহকদের নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়। ভি'র পোস্ট-পেড গ্রাহকরা ইউএই, ইউকে, ইউএসএ, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে ব্যবসাগত কাজে বা ছুটি কাটাতে গিয়ে ভি আনলিমিটেড ইন্টারন্যাশনাল রোমিং প্যাকের সুবিধা ভোগ করতে পারেন। এই প্যাক পাওয়া যায় ৫৯৯ টাকা (২৪ ঘন্টা) থেকে ৫৯৯৯ টাকা (২৮ দিন) অবধি।

ভি পোস্ট-পেড রোমিং প্যাকের 'অলওয়েজ অন' ফিচারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সময়ে সাবস্ক্রাইবড প্যাকের বৈধতা শেষ হয়ে গেলেও গ্রাহকদের লাগামছাড়া চার্জের বোঝা বইতে হয় না। এছাড়া, ইন্ডিভিজুয়াল ও ফ্যামিলি প্ল্যানের (প্রাইমারি মেম্বার) সকল রেডএক্স গ্রাহকরা প্রতি বছর ৭ দিনের ২৯৯৯ টাকার ভি ইন্টারন্যাশনাল রোমিং ফ্রি প্যাক-সহ একটি 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ' ভোগ করতে পারেন।

স্যানি ইন্ডিয়া তার প্রযুক্তি লাইনকে শক্তিশালী করেছে

কলকাতা: কনস্ট্রাকশন মেশিনারি নেতৃস্থানীয় নির্মাতা এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে একজন স্যানি ইন্ডিয়া এক্সকন-এ তার ২২টি নতুন প্রোডাক্ট উন্মোচন করতে প্রস্তুত, এটি একটি মেগা বাণিজ্য মেলা যা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক, গ্রাহক, অর্থদাতা এবং নীতিনির্ধারকদের একটি সঙ্গম যা তাদের জন্য একটি নিখুঁত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। নতুন প্রোডাক্টগুলি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ডিজাইন, পরিচালনার সহজতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে আসে এবং শীঘ্রই সারা ভারতে উপলব্ধ হবে।

ভারত সরকার সূচিত করেছে যে ১লা অক্টোবর ২০২২ থেকে মিশ্রিত বায়োডিজেল অতিরিক্ত ২ টাকা প্রতি লিটারের সারচার্জ নেবে। স্যানি বায়োডিজেল নিয়ে বিভিন্ন ইঞ্জিন প্রস্তুতকারকদের সাথে কাজ করেছে এবং তাদের মেশিনগুলি এখন বি৫ বায়োডিজেল সক্ষম। ভারতে জৈব জ্বালানীর কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে কারণ এটি সরকারের চলমান উদ্যোগ যেমন মেক ইন ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ, জ্বালানী আমদানি হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সম্পদ সৃষ্টির অপচয় কম করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যগুলির সাথে একীভূত করার দুর্দান্ত সুযোগ দেয়। কিছু মূল প্রোডাক্টের নাম হল এসটিসি২০০ সিইভি IV ট্রাক ক্রেন, এসসিসি২০০এ ক্রলার ক্রেন, এসসিসি৪৫০এ-৬ ক্রলার ক্রেন, এসসিসি৬০০টিবি ক্রলার ক্রেন, ইত্যাদি। স্যানি এবং দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ দীপক গর্গ বলেছেন, "আমাদের গ্রাহকরা গত ২০ বছরে আমাদের প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ যার ফলে আমরা আমাদের অফার করা বেশিরভাগ পণ্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করতে পেরেছি।"

সোদপুরে পেপারফ্রাই-এর প্রথম স্টুডিও

সোদপুর: ইকমার্স ফার্নিচার এবং গৃহসামগ্রী কোম্পানি পেপারফ্রাই পশ্চিমবঙ্গের সোদপুরে তার ১ম স্টুডিও চালু করার ঘোষণা করেছে। ক্লাউড৯ ইন্টেরিয়রসের সাথে অংশীদারিত্বে লঞ্চ করা নতুন স্টুডিওটির লক্ষ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বাড়ির এবং বসবাসকারী গ্রাহকদের অনন্য চাহিদার জন্য তৈরি একটি ব্যক্তিগতকৃত কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

নতুন স্টুডিও গ্রাহকদের পেপারফ্রাই ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ১ লাখের বেশি পণ্যের একটি পৃথক পোর্টফোলিও থেকে নির্বাচিত আসবাবপত্র এবং বাড়ির পণ্যগুলির একটি বড় ক্যাটালগের অভিজ্ঞতা অফার করে। গ্রাহকরা কোম্পানির ইন্টেরিয়র ডিজাইন কনসালট্যান্টদের কাছ থেকে বিশেষ ডিজাইনের পরামর্শ পাবেন। ২০১৭ সালে চালু হওয়া, পেপারফ্রাই ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবসায়িক মডেল অর্ডার পূরণ এবং পেপারফ্রাই দ্বারা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা, স্টুডিও ডিজাইন, লঞ্চ ও সেট আপ, অপারেশনাল গাইডেন্স, মার্কেটিং এবং প্রচারে সহায়তা প্রদান করে। পেপারফ্রাই স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে অংশীদার যারা হাইপারলোকাল চাহিদা চক্র এবং প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন। পেপারফ্রাই অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রাম, জুন ২০২১ সালে অফলাইন উপস্থিতি প্রসারিত করার জন্য চালু করা হয়েছিল। এটি প্রতি মাসে প্রায় ৮-৯টি ফ্র্যাঞ্চাইজি চালু করে। এই প্রোগ্রামের বড় পার্থক্য হল ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশীদারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাপেক্স যা ১৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু হয়। এই মডেলটি ১০০% মূল্য সমতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটিকে একটি পারস্পরিক উপকারী ব্যবসায়িক সমিতিতে পরিণত করার জন্য অংশীদারকে পণ্যের তালিকা রাখার প্রয়োজন নেই।

আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ টেস্ট

কলকাতা: আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটির তৃতীয় এডিটিইউ কমন স্কলারশিপ টেস্ট (সিএসটি ২.১) হতে চলেছে ২৯ মে। এই অনলাইন টেস্টে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ কোটি টাকা স্কলারশিপ বরাদ্দ করা হয়েছে। সিলেকশন হবে টেস্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। যেকোনও শাখার দশম এবং/অথবা দ্বাদশ শ্রেনীতে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা টেস্টের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে যেসব পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটি এই উদ্যোগ চালিয়ে আসছে। অনলাইনে এমসিকিউ ফরম্যাটে ৬০ মিনিটের সিএসটি ২.১ পরীক্ষা নেওয়া হবে। ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ২৮ মে'র মধ্যে বিনাব্যয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন রেজিস্ট্রেশন লিংকে (https://adtu.in/scholarship/)।

আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ৬০টিরও বেশি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম রয়েছে। এই ইউনিভার্সিটিকে উত্তরপূর্ব ভারতের ১ নম্বর 'প্লেসমেন্ট ড্রিভন ইউনিভার্সিটি' রূপে গণ্য করা হয়।

বর্ধমানে আইশারের ৩এস সেটআপ লঞ্চ

বর্ধমান: পূর্ব ভারতে ব্যবসা প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে আইশার ট্রাকস এন্ড বাস তার, ভিই বাণিজ্যিক যানবাহনের ব্যবসায়িক ইউনিটের একটি ৩এস সেটআপ উদ্বোধন করেছে। ৪৩,০০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এই সেটআপে আইশারের চিত্তাকর্ষক ডিসপ্লে রয়েছে। যা খুচরা যন্ত্রাংশ সহ সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত একটি মাল্টি-বে ওয়ার্কশপ। এই খুচরা আউটলেটটি কৌশলগতভাবে কলকাতা এবং দুর্গাপুরের মধ্যে সংযোগকারী এনএইচ-২-এ অবস্থিত। যাতে কৃষি-উৎপাদন, সিমেন্ট, বিল্ডিং এবং নির্মাণ সামগ্রী, এলপিজি, এফএমসিজি বর্ধমান এবং পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় অংশে কাজ করা গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করতে হবে।

ভিইসিভি-এর একটি ব্যবসায়িক ইউনিট, আইশার ট্রাকস এন্ড বাসেস, ৪.৯- ৫৫ টন জিভিডব্লিউ ট্রাক এবং ১২-৭২-সিটার বাস থেকে বিস্তৃত পণ্য পরিসরের একটি অফার করে। নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন প্রযুক্তি এবং সর্বোত্তম শ্রেণীর জ্বালানি দক্ষতা প্রদান করে। বর্ধমানে ভিইসিভি-এর এই ব্যবসায়িক ইউনিট খোলার উদ্দেশ্য হল- কয়লা, লৌহ আকরিক এবং কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ। ইভিপি, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এবং কোম্পানির মালিকানাধীন খুচরা, ভিইসিভি এসএস গিল বলেন, পশ্চিমবঙ্গ হল পূর্ব ভারতে আইশারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার।

কলকাতায় কেটিএম-এর অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল

কলকাতা: ২২ মে কলকাতায় কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল পরিচালনা করেছে। কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইলগুলির উদ্দেশ্য হল এক-দিনের অ্যাডভেঞ্চার রাইডের উদ্দেশ্য হল গ্রাহকদের অ্যাডভেঞ্চার রাইডিং এবং মোটরবাইক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদান। বলাবাহুল্য, অ্যাডভেঞ্চার রাইডিং-এর এই রুটটি কেটিএম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সিলেকটেড এবং কিউরেটেড। অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইলগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে রাইডাররা তাদের শহরের আশেপাশে লুকানো পথগুলি আবিষ্কার করতে পারে। অ্যাডভেঞ্চার রাইডিং-এ ইচ্ছুক গ্রাহকরা নিজ নিজ ডিলারশিপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।

কেটিএম অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইলগুলি পারদর্শী মাল্টি-টেরেন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত। এই বিশেষজ্ঞদের কাজ হল রাইডাররা যাতে সফলভাবে ট্রেইলগুলি নেভিগেট করতে পারে তা দেখা। কেটিএম মাস্টার ট্রেইনার হিরো সেন কলকাতায় অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইলের নেতৃত্ব দেন।

কেটিএম ৩.১ লক্ষেরও বেশি বাইক গ্রাহকদের জন্য একটি শক্তিশালী বেস তৈরি করেছে। যা ভারতকে বিশ্বব্যাপী কেটিএম-এর জন্য বৃহত্তম বাজার করে তুলেছে। উল্লেখ্য, কেটিএম ইন্ডিয়া ২০১২ সালে ভারতে প্রবেশ করে। বাজাজ অটো লিমিটেড এবং কেটিএম-এর পার্টনরশীপ ১২ বছরেরও বেশি পুরনো। বাজাজ অটো লিমিটেড কেটিএমএজি -তে ৪৮% শেয়ারের মালিক। বাজাজ অটো লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট (প্রোবাইকিং) সুমিত নারাং বলেন, কেটিএম এমন একটি ব্র্যান্ড যা সবসময় গ্রাহকদের সেরা সেগমেন্টের বাইক অফার করে।

কেএফসি অ্যাপে ‘হাউজদ্যাট’ অফার

শিলিগুড়ি: কেএফসি অ্যাপে এইপ্রথম কেএফসি লঞ্চ করল ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড মেগা অফার – ‘হাউজদ্যাট!’ গ্রাহকরা কেএফসি অ্যাপ ডাউনলোড করে হোম স্ক্রিনে ‘হাউজদ্যাট’ (‘Howzzat’) ব্যানারে ক্লিক করে যত জোরে ‘হাউজদ্যাট’ চিৎকার করবেন, তত বেশি অফারের সুযোগ পাবেন।

নতুন ফিচার প্রসঙ্গে কেএফসি ইন্ডিয়ার সিএমও মোক্ষ চোপরা জানান, ক্রিকেট ম্যাচের সঙ্গে কেএফসি’র সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। কিউএসআর ক্যাটাগরিতে প্রথম হিসেবে কেএফসি নিয়ে এসেছে এই অ্যাপ-এক্সক্লুসিভ ভয়েস-এনাবেলড অফার। এর মাধ্যমে গ্রাহকদের যত ইচ্ছে জোরে গলা ফাটাতে উৎসাহ দেওয়া হবে। তারা যত জোরে চেঁচাবেন তত বেশি ডিস্কাউন্ট পাবেন। এই নতুন ব্যবস্থা এই অ্যাপকে আরও মজবুত করে তুলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আইসোবার-এর (Isobar) সঙ্গে পার্টনারশিপে তৈরি হাউজদ্যাট ফিচার কেএফসি অ্যাপে পাওয়া

যাবে ২৯ মে অবধি। ক্রিকেট মরশুমজুড়ে গ্রাহকরা এর মাধ্যমে ৪০ শতাংশ অবধি ক্যাশ-অফ ডিস্কাউন্ট জিতে নিতে পারবেন।

কলকাতায় চেতক ইলেকট্রিক স্কুটারের বুকিং শুরু হয়েছে

কলকাতা: বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান টু-হুইলার কোম্পানি বাজাজ অটো কলকাতায় চেতক ইলেকট্রিক স্কুটারের জন্য বুকিং ওপেন করেছে। কোম্পানি মাত্র ২০০০ টাকা পেমেন্ট করে এক্সক্লুসিভ অনলাইন বুকিংয়ের সুবিধা দিয়েছে।

বাজাজ অটো এর আগে একাধিক শহরে তার বৈদ্যুতিক স্কুটারের জন্য বুকিং স্লট খুলেছিল; ১২০০০টিরও বেশি স্কুটার এখন ভারতের রাস্তায় রয়েছে। চেতক এখন ভারতের ২৬টিরও বেশি শহরে পাওয়া যাচ্ছে। এটিতে ৫ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ চার্জযোগ্য এবং ৬০ মিনিটে ২৫% দ্রুত চার্জ করার মতো আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার পরে, এটি ইকো মোডে ৯০ কিমি চলে। এতে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড হর্সশু আকৃতির ডিআরএল এবং অনুক্রমিক এলইডি ব্লিঙ্কার সহ এলইডি হেডল্যাম্প, ক্লাসিক ডিজাইন, আইপি৬৭ রেটেড হাই-টেক লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, ইউনিক সিঙ্গেল সাইড কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম সুইং আর্ম, আইপি৬৭ ওয়াটার-রেজিস্ট্যান্স রেটিং এবং একটি বেল্টলেস সলিড গিয়ার ড্রাইভ, তিনটি রাইডিং মোড। স্কুটারটির ১২,০০০ কিমি বা এক বছর (যেটি আগে) পরিষেবার ব্যবধান সহ ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন এবং ৩ বছর বা ৫০,০০০ কিমি (যেটি আগে) ব্যাটারির ওয়ারেন্টি সহ আসে। এটি চারটি রঙে পাওয়া যায় - ইন্ডিগো মেটালিক, ভেলুটো রোসো, ব্রুকলিন ব্ল্যাক এবং হ্যাজেলনাট। এটি কেটিএম কলকাতার চেতক জোনে টেস্ট রাইডের জন্য উপলব্ধ। এটি ১,৫৩,২৯৮ টাকা থেকে শুরু করে এক্স-শোরুম মূল্যে চালু করা হয়েছে। মাইচেতক অ্যাপ, যদি ডেটো দিয়ে সক্ষম করা হয়, মালিকদের অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি পেতে অনুমতি দেয়।

বুটের এফ১ ইয়ারবাড লঞ্চ

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে উদীয়মান ব্র্যান্ড বুট তার প্রিমিয়াম এবং বেসপোক এফ১ ইয়ারবাড লঞ্চ করেছে। এটি একটি উচ্চ মানের ওয়্যারলেস স্টেরিও, ওয়্যারলেস হেডফোন, ইয়ারফোন। যা সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য বেস্পোক অ্যাকোস্টিক সরঞ্জাম তৈরি করছে, যার দাম ১২৯৯টাকা। কিন্তু সঙ্গীত প্রেমীদের কথা মাথায় রেখে ৮৯৯ টাকার বিশেষ লঞ্চ অফার ঘোষণা করেছে বুট। সিরি এবং গুগল ভয়েস সমর্থনকারী বুটের এই এফ১ ইয়ারবাডগুলি আইপিএক্স৪ রেটিং সহ জল-প্রতিরোধী। যা কালো এবং নীল রঙে উপলব্ধ।

আর্গোনোমিক্যালি ডিজাইন করা বুটের এই এফ১ ইয়ারবাডগুলি হিডেন ডিজিটাল ব্যাটারি ডিসপ্লে সহ একটি কবল কেস ডিজাইনের সাথে উপলব্ধ। ইয়ারবাডগুলি ব্লুটুথ ৫.৩ এবং ইনস্ট্যান্ট পেয়ারিং টেকনোলজির যুক্ত যা সেকেন্ডের ভগ্নাংশে বিটি সক্ষম ডিভাইসের সাথে সংযোগ করতে পারে। এই ইয়ারবাডগুলি ৫৫এমএস পর্যন্ত আল্ট্রা-লো লেটেন্সি সহ একটি ডেডিকেটেড গেমিং মোড ব্যবহার করে। যেখানে একটি কেস সহ ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত প্লেটাইম এবং একটি চার্জে ১০ ঘন্টা প্লেটাইম অফার করে। বুট ইন্ডিয়ার সিইও পঙ্কজ উপাধ্যায় বলেন, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে সাম্প্রতিক এফ১ ইয়ারবাডগুলি দেশেব্যাপী গ্রাহকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

সোনির মিররলেস ই-মাউন্ট লাইন-আপে নতুন লেন্স

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া তাদের মিররলেস ই-মাউন্ট লাইন-আপে ৬৭তম সংযোজন হিসেবে নিয়ে এলো - FE 24-70mm F2.8 GM II (মডেল SEL2470GM2)। সোনির ‘জি মাস্টার’ সিরিজে পরিচিত চমকপ্রদ রেজোলিউশন ও বিউটিফুল বোকে এফেক্ট প্রদানের জন্য সোনি নিয়ে এসেছে বিশ্বের সবথেকে হাল্কা এফ২.৮ স্ট্যান্ডার্ড জুম লেন্স, যাতে ব্যবহার করা হয়েছে সোনির ‘লিভিং লেন্স টেকনোলজি’। FE 24-70mm F2.8 GM II হল এই লাইন-আপের এমন লেন্স যা তৈরি হয়েছে ফোটোগ্রাফার, ভিডিয়োগ্রাফার ও হাইব্রিড কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য। এফ২.৮ ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার, দারুণ এএফ পার্ফর্ম্যান্স, ভার্সাটাইল কন্ট্রোল ও সলিড রিলায়েবিলিটির কারণে সবরকম ভিডিয়ো সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য উপযুক্ত এই FE 24-70mm F2.8 GM II লেন্স। এটি নিখুঁতভাবে জুড়ে যায় সোনির কম্প্যাক্ট আলফা সিস্টেম ই-মাউন্ট ক্যামেরার সঙ্গে। এর ওজন মাত্র ২৪.৬ আউন্স (৬৯৫ গ্রাম)।

২৩ মে থেকে নতুন FE 24-70mm F2.8 GM II পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, আলফা ফ্ল্যাগশিপ স্টোর, www.shopatsc.com পোর্টাল ও মুখ্য ইলেকট্রনিক স্টোরগুলিতে। এর নির্ধারিত মূল্য ১৯৯,৯৯০ টাকা।

কোলগেট স্ট্রং টিথ

দুর্গাপুর: কোলগেট-পামোলিভ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড তাদের টুথপেস্ট ব্র্যান্ড ‘কোলগেট স্ট্রং টিথ’-এর জন্য শুরু করল নতুন ক্যাম্পেন - ‘দাঁত স্ট্রং তো ম্যায় স্ট্রং’। এই ক্যাম্পেনে মজবুত দাঁত ও পুষ্টির সম্পর্কের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পুষ্টির জন্য ভালভাবে হজম হওয়া জরুরি, আর সেজন্য খাবার খেতে হবে ভালভাবে চিবিয়ে। এইজন্য মজবুত দাঁতের প্রয়োজন। এই প্রথম শাহিদ কাপুর ও রানা দাঞ্জুবতী একসঙ্গে কোলগেটের ক্যাম্পেনে উপস্থিত হয়েছেন।

আট দশকের বেশি সময় ধরে কোলগেট গ্রাহকদের বেস্ট-ইন-ক্লাস প্রোডাক্ট প্রদান করে আসছে। ‘কোলগেট স্ট্রং টিথ’ পাওয়া যাবে অনলাইনে এবং অফলাইন স্টোরগুলিতেও। এই টুথপেস্টের ১০০গ্রাম প্যাকের দাম ৬৩ টাকা, ২০০গ্রামের দাম ১১০ টাকা ও ৫০০গ্রামের দাম ২৫৩ টাকা।

কোচবিহারে নিউরো মডিউলা অপারেশন থিয়েটার

কোচবিহার: স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক নতুন পালক যুক্ত হল কোচবিহারের শুভম হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের হাত ধরে। প্রয়াত বীরেন কুন্ডুর ৭২ তম জন্মদিনে শুভমে উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক নিউরো অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ সহ মডিউলার অপারেশন থিয়েটার। শুভমের প্রখ্যাত নিউরো সার্জেন ডাঃ রাহুল দে এর শুভ উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুভম হসপিটালের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এবং প্রয়াত বীরেন কুন্ডুর স্ত্রী রেবা কুন্ডু ও শুভমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা বীরেন কুন্ডুর পুত্র শুভজিৎ কুন্ডু।

কোচবিহারে নিউরো সার্জারির ক্ষেত্রে প্রথম এমন মডিউল অপারেশন থিয়েটার বানিয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল শুভম হাসপাতাল। ব্রেন টিউমার, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বন্ধের অপারেশন, স্পাইনাল কর্ডের মত নিউরো সম্পর্কিত বিভিন্ন অপারেশনের সুবিধা এখন কোচবিহারের বুকেই মিলবে।

গ্লেনমার্কের চ্যাটবট - ‘হ্যালো স্কিন’

কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ডার্মাটোলজিস্টস, ভেনারিওলজিস্টস অ্যান্ড লেপ্রোলজিস্টস-এর সহযোগিতায় গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ‘হ্যালো স্কিন’ নামে একটি ডিজিটাল পেশেন্ট এডুকেশন টুল তৈরি করেছে। এর ফলে ডার্মাটোফাইটোসিস (রিং ওয়ার্ম) রোগীরা উপকৃত হবেন।

‘হ্যালো স্কিন’ হল প্রথম হোয়াটসঅ্যাপ-ভিত্তিক চ্যাটবট, যা রোগীদের শুধু দৈনিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে ও ঔষধ সেবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না, রিং ওয়ার্মে ভুগতে থাকা রোগীদের স্কিনকেয়ার বিষয়েও যথাযথ পরামর্শ দেয়। গ্লেনমার্কের ‘হ্যালো স্কিন’ প্ল্যাটফর্ম হিন্দি ও ইংরেজি-সহ ৬টি আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ।

মা ও শিশুর পুষ্টি জোগাতে ডেটলের উদ্যোগ

কলকাতা: ‘ডেটল বনেগা স্বস্থ ইন্ডিয়া’র পুষ্টিদায়ক উদ্যোগ ‘রিচ ইচ চাইল্ড’ কর্মসূচির সফল দুই বছর পর সমাজে তার ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অমরাবতী ও নান্দুরবার জেলায় এই কর্মসূচির ফলে অপুষ্টিতে শিশুমৃত্যুর হার শূণ্যতে নেমে এসেছে। একইসঙ্গে হাজার হাজার মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ বছরের নীচের অসংখ্য শিশুর পাশে দাঁড়াতে একটানা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একদল ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার সৃষ্টি করা হয়েছে, যার নাম ‘কমিউনিটি নিউট্রিশন ওয়ার্কার্স’।

রেকিট ও প্ল্যান ইন্ডিয়া সচেতনভাবে দেশের মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের মান বাড়াতে পুষ্টির জোগান দিয়ে চলেছে। ২০২১ সালে শুরু হওয়া ‘রিচ ইচ চাইল্ড’ উদ্যোগের তৃতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে প্রথম ১০০০ দিনে মা ও শিশুদের সহায়তা জোগানো হয়েছে। এই উদ্যোগের কারণে বিগত দুই বছরে অমরাবতী ও নান্দুরবার জেলায় বহু পরিবারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে।

অমরাবতী ও নান্দুরবার জেলায় অপুষ্টির কারণে মৃত্যুশূন্য গ্রামগুলিতে ‘রিচ ইচ চাইল্ড’ কর্মসূচির মাধ্যমে সব জেলা পরিষদ কার্যালয়ে ‘তখতি’ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত সরকারের ‘ন্যাশনাল হেলথ মিশন’-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অপুষ্টিরোধ ও ইউএন-এর ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বাই ২০৩০’ অর্জন করতে রেকিট তার সহযোগী প্ল্যান ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে ‘রিচ ইচ চাইল্ড’ কর্মসূচি নিয়ে।

বাজাজ অটো’র দ্বিতীয় ডোমিনার রাইডস

কলকাতা: বাজাজ অটো’র দ্বিতীয় ডোমিনার রাইডস ‘দ্য নর্থ-ইস্ট ট্যুর’ ৪ জুন থেকে শুরু হয়ে ১৬ জুন অবধি চলবে। ১২ দিনের এই সফরকালে রাইডাররা প্রায় ২৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবেন।

এই রাইডের নেতৃত্বে থাকবেন শরৎ শেনয়। ভারত, নেপাল ও ভুটানে এবং ডোমিনারের ‘রুফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওডিসি’তে তাঁর ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। গুয়াহাটি থেকে যাত্রা শুরু করে দিরাং ভ্যালি হয়ে তাদের যাত্রাপথে পড়বে রহস্যময় মেঘুকা ও বিশ্বের বৃহত্তম নদী-দ্বীপ মাজুলি। এছাড়াও রাইডারদের যেতে হবে ভারত-চীন সীমান্তের বুম-লা ও তাওয়াং। ট্যুরিং বাইকের এই

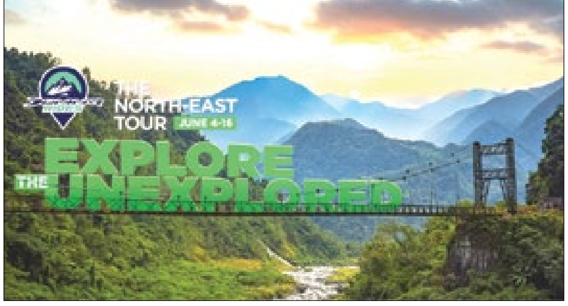

দীর্ঘ যাত্রাপথে থাকবে একাধিক হাইওয়ে, হেয়ার-পিন বেন্ড ও অপূর্ব দৃশ্যময় অঞ্চল।

২০১৭ সালে লঞ্চ হওয়া ডোমিনার একটি চমকপ্রদ স্পোর্টস ট্যুরার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এতে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জন্য ডোমিনার ভারতের অন্যতম ‘লং ডিস্ট্যান্স ট্যুরার’ হিসেবে মান্যতা লাভ করেছে। নতুন ডোমিনার ৪০০-তে ফ্যাক্টরি-ফিটেড অ্যাক্সেসরিজ থাকায় এটি আরও ‘ট্যুরিং-রেডি’ ভেহিকেলে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি ডোমিনার ব্র্যান্ড অন-দ্য-রোড ১,০০,০০০ মাইলস্টোন অতিক্রম করেছে।

সেরা পুলিশ-পাবলিক

মালবাজার পুলিশ পাবলিক ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ওদলাবাড়ি একাদশ। ফাইনালে ১-০ গোলে হারায় মালবাজার পুরসভা একাদশকে। বিজয়ী দলের হয়ে গোল। করেন অরিজিৎ সিংহরায়। ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হন বিমান মণ্ডল।

ব্যাডমিন্টনের আসর শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়িতে ২-৮ জুন ছেলে ও মেয়েদের সিঙ্গল জুনিয়র ও সাব জুনিয়র স্টেট রেঙ্কিং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন শিলিগুড়ি ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সহায়তা নিয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে।

বাংলা দলে প্রমীলা

১০-১৪ জুন চেন্নাইয়ের নেহেরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ইন্টার স্টেট সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য বাংলা দলে সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির প্রমীলা রাজগড়। তিনি হাই জাম্পে নামবেন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, প্রমীলা ৭ জুন বাংলা দলের সঙ্গে রওনা হবেন।

চ্যাম্পিয়ন সৌমিতা ও শুভময়

দিনহাটা অল বেঙ্গল স্টেট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হল প্রকারকুঠির মৌমিতা সেন এবং কোচবিহার জেলার হাজরা পাড়ার শুভময়। কে এস কে এফ পরিচালনায় অলবেঙ্গল টে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ গত ২২ মে নদীয়ার চকদহে অনুষ্ঠিত হয়।

কুণ্ডুপুকুরের ক্রিকেট

শিলিগুড়ির কুণ্ডুপুকুরে অনূর্ধ্ব ১২ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল কলকাতার পাল অ্যান্ড চ্যাটার্জি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে ৩ উইকেটে হারাল সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট আকাদেমিকে। অন্যদিকে অনূর্ধ ১৪ তে সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২২ রানে হারায় পাল অ্যান্ড চ্যাটার্জিকে।

সুপার ডিভিশন ফুটবল শুরু ৬ জুন

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১০ দলীয় সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ ৬ জুন শুরু হবে। সংস্থার সচিব কুমার দত্ত জানিয়েছেন, টাউন ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও শহরতলি নেতাজি সংঘ।

আইপিএল জিতেই গর্জে উঠলেন ঋদ্ধিমান

কলকাতা: ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর ঋদ্ধিমান সাহা হলেন চতুর্থ ক্রিকেটার যিনি দেখতে দেখতে ১৫টি আইপিএল খেলে দিলেন। খেলার কারণ পারফরম্যান্স ও ফিটনেস। একইসঙ্গে কেরিয়ারের পঞ্চম আইপিএল ফাইনাল খেললেন। দ্বিতীয়বার আইপিএল ট্রফি ছোঁয়ার সুযোগ পেলেন ভারতীয় দলের এই উইকেটকিপার।

তবে বিগত কয়েক মাসে তিনি যে সব ঘটনা চক্রের মধ্যে পড়েছিলেন তাতে তিনি অনেকটা বদলে গিয়েছেন। ঋদ্ধিমান এখন এমন কিছুকথা বলে বসেন, যেটা হেডলাইন হতে বাধ্য। আইপিএল ফাইনাল ম্যাচ জিতেই মহম্মদ শামিকে পাশে নিয়ে নিন্দুকদের কড়া বার্তা দিলেন তিনি। সঞ্চালক হর্ষ ভোগলে তাঁকে প্রশ্ন করতেই ঋদ্ধি বলেন, "এটা আমার পঞ্চম ফাইনাল এবং আমি এই নিয়ে দ্বিতীয় ট্রফি জিতলাম। কেউ কেউ নিলামের পরে বলেছিলেন যে আমাদের দল ভাল ছিল না। কিন্তু আমরা তাঁদের ভুল প্রমাণ করেছি। এই জয়ে সবাই অবদান রেখেছিল এবং এটি একটি দলগত পারফরম্যান্স।"

এর আগে ২০১১ সালের আইপিএল ফাইনাল জিতেছিলেন ঋদ্ধি। তখন তাঁর দল ছিল চেন্নাই সুপার কিংস। ২০১৪ সালের ফাইনালে অপরাজিত শতরান করলেও, কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে হেরে গিয়েছিল পঞ্জাব কিংস। এর দীর্ঘ ১১ বছর পর তিনি ফাইনাল জয়ের স্বাদ পেলেন।

৩৭ বছরের ঋদ্ধি আইপিএল বিজয়ী হয়ে নতুন উদ্যম ফিরে পেলেও ভারতীয় দলের দরজা তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলার হয়ে খেলতেও তিনি রাজি নন। আইপিএল জেতার পরও তাঁর আগামী দিনগুলির ক্রিকেট ক্যারিয়ার অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজ্য ফুটবল দলে হলদিবাড়ির দুই মেয়ে

হলদিবাড়ি: রাজ্য ফুটবল দলে সুযোগ পেল কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ির দুই মেয়ে। রিনা বর্মণ, প্রিয়া রায় দুজনই খুব গরিব পরিবারের মেয়ে। এক জনের বাবা চা বিক্রেতা, অন্য জন কৃষক। ফুটবল খেলার ভাল কিট না থাকায় এক জুতো বারবার সেলাই করেই চলে অনুশীলন।

অনূর্ধ্ব-১৭ রাজ্যের মেয়েদের ফুটবল দল গঠনে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে প্রথমে ১৬-১৮ এপ্রিল, পরে ২১-২২ এপ্রিল ট্রায়াল হয়। কয়েক দিন আগে রাজ্যের দলের ৩০ জন ফুটবলারের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই তালিকায় নাম রয়েছে রিনা ও প্রিয়ার। রিনার বাড়ি পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজতরফ এলাকায়। বাবা স্বপন ক্ষুদ্রচাষি। প্রিয়ার বাড়ি হলদিবাড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। বাবা নারায়ণ চা বিক্রেতা। প্রিয়া হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের ময়দানে নিয়মিত চর্চা করে দু'জনে। প্রতি দিন গড়ে সাড়ে ছয় ঘন্টা অনুশীলন করে তারা। প্রিয়া ও রিনার লক্ষ্য আগামী দিনে দেশের হয়ে খেলা।

রাজ্য সিনিয়র মহিলা দলের প্রধান কোচ দোলা মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেন, "কলকাতার কোনও ক্লাবের হয়ে না খেলেও সরাসরি অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলার মেয়েদের প্রাথমিক ফুটবল দলের ট্রায়ালে এসে ওরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে জায়গা ছিনিয়ে নিয়েছে।"

কোচ গোবিন্দ শর্মাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল ডিবিএ

জলপাইগুড়ি: জাতীয় স্তরের বাস্কেটবল খেলোয়াড় ও কোচ গোবিন্দ শর্মাকে সংবর্ধনা জানালেন জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থার পক্ষ থেকে মিলন সজ্ঘ ক্লাব ঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধিত করা হয় তাঁকে। জলপাইগুড়ি জেলার শালুগাড়া এলাকার বাসিন্দা বাস্কেটবল খেলোয়াড় ও কোচ গোবিন্দ শর্মা দেশের হয়ে থাইল্যান্ড সুপার ইন্টারন্যাশনাল লিগে প্রতিনিধিত্ব করবেন। জাপান, ফিলিপিন্স, লাউস, ভারত, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড সহ এশিয়ার মোট ১২টি দল অংশগ্রহণ করবে। উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড় হিসেবে এত বড় কৃতীত্ব অর্জনের জন্য গোবিন্দ শর্মাকে জলপাইগুড়িতে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খেলোয়াড় ও ব্যক্তিত্বরা। মিলন সজ্ঘ ক্লাবের সহ সভাপতি ডঃ কৃষ্ণেন্দু দত্ত, সম্পাদক অভিজিৎ মিত্র, ২২ নম্বর নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও খেলোয়াড় পিঙ্কু বিশ্বাস, প্রাক্তন কোচ কনক বরণশীল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহ সম্পাদক ও প্রাক্তন খেলোয়ার সুব্রত রায়।

কিক বক্সিংয়ে ৪২ পদক জিতল জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি: ২০ থেকে ২২ মে দুর্গাপুরের সিধু কানু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি জেলা থেকে মোট ৫১ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৯টি জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নেন এই টুর্নামেন্টে। তাদের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার কিক বক্সাররা ১৬টি সোনা ১৪টি রুপো এবং ১২টি ব্রোঞ্জ পদক জেতার পাশাপাশি সব জেলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

এই চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ীরা আগামী জুন মাসে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জুনিয়র ন্যাশনাল কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। এর সঙ্গে সিনিয়র ন্যাশনাল কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য দিঘায় দ্বিতীয় সিলেকশনের জন্যও সুযোগ পেয়েছেন। জেলার খেলোয়াড়দের ভাল সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা স্পোর্টস কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন।

কোচবিহারে ফিরেই দু'জায়গায় সংবর্দ্ধিত মহিতোষ

পার্থ নিয়োগী

কোচবিহার: বাংলার ফুটবলের নতুন আইকন কোচবিহারের পেস্টারঝাড় গ্রামের মহিতোষ রায়। এবারে সন্তোষ ট্রফির রানার্স আপ বাংলা দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সদস্য ছিলেন মহিতোষ। দুরন্ত খেলার পাশাপাশি মিডফিল্ডার মহিতোষ এবারের সন্তোষ ট্রফিতে গোল করেছেন। তার আগে কলকাতার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগেও নিজের প্রতিভার স্বাক্ষরেখেছে সে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নজরে প্রথম থেকেই ছিল মহিতোষ। তাই আর দেরী করেননি ইস্টবেঙ্গল কতৃপক্ষ। সন্তোষ ট্রফি শেষ হতেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সই করিয়ে ফেলেন মহিতোষ কে। সম্প্রতি ফুটবল থেকে একটু ছুটি মিলতেই জন্মস্থান কোচবিহার থেকে ঘুরে গেলেন। এরই ফাকে গত ২৭ মে দুটি সংস্থার তরফে মহিতোষ রায় কে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হল কোচবিহারে।

২৭ তারিখ সকালে মহিতোষ কে কুর্নিশ জানিয়ে কোচবিহার এ বি এন শীল কলেজের মাঠে তাকে সংবর্দ্ধিত করল কোচবিহার ফুটবল অ্যাকাডেমি। তাকে স্মারক উপহার তুলে দেন কোচবিহার ফুটবল অ্যাকাডেমির কর্নধার সমীর ঘোষ। অন্যদিকে এদিন বিকেলে কোচবিহার স্টেডিয়ামে মহিতোষ কে সংবর্দ্ধনা জানায় কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা, উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্দ্ধিত করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। নিজের জায়গায় সংবর্দ্ধনা পেয়ে এদিন স্বাভাবিক ভাবে উৎফুল্ল ছিলেন মহিতোষ।

প্রথম দশে নীলাঞ্জন

মালদা: অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল বডি বিল্ডিংয়ে ২০০ জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে প্রথম দশে জায়গা করল মালদার চাঁচলের থানাপাড়া এলাকার নীলাঞ্জন দেব। সম্প্রতি কলকাতায় জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে ন্যাশনাল বডিবিল্ডিং র অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ১০ জনকে বাছাই করা হয়। যার মধ্যে একজন নীলাঞ্জন দেব।

নীলাঞ্জনের সাফল্যে খুশি তার পরিবার এবং কোচ পিন্টু ভগৎ। কলকাতা থেকে মালদায় ফিরেই প্রশিক্ষণের মধ্যেই রয়েছেন নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জন জানিয়েছেন, ৭০ কেজি ক্যাটেগরিতে ১০ জনের মধ্যে আমি সিলেকশন হয়েছি। ২৭ জুলাই সুরাটে ন্যাশনাল বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সেখানে যাওয়ারও সুযোগ পেয়েছি। সেখানেও সফল হব।

উইনার্স ক্লাব কোচিং সেন্টারের ফুটবল প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি: ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টার। ৩০ মে থেকে এনজেপি রেলের মাঠে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তিনটি পর্যায়ের খেলাটি করানো হচ্ছে, অনূর্ধ ১১ লিগ-কাম নক আউট ফুটবলে অংশগ্রহণ করছে ৬টি দল। অনূর্ধ্ব ১৫ নকআউট ফুটবলে অংশ নিচ্ছে ১৬টি দল। মহিলাদের লিগ–কাম নকআউট ফুটবলে অংশ নেবে ৪টি দল। তিনটিরই ফাইনাল হবে ১২ জুন। মেয়েদের ফুটবলের প্রসারের জন্য আলাদা করে প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। এই কোচিং ক্যাম্প থেকেই রাজা বর্মনের উত্তরণ। কলকাতা লিগের পর রাজা সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছেন। কলকাতা ফেরার আগে রাজাকে সংবর্ধনা দিল উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টার। ২৭ মে সন্ধ্যায় লেকটাউনের উইনার্স ক্লাবে রাজাকে ক্লাবের তরফে সম্মান জানানো হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96